মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

নভেম্বর, ২০২৬
কার্তিক, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৪৩৩ ✪ নভেম্বর ২০২৬

জীবাত্মার ক্ষণ এখন পূর্ণত্বে বিকশিত হবার		৩
দিব্য জীবনের আহ্বান-বিশ্বমাতা সাবিত্রীর	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
তুমিই প্রভু	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৪
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটা অপ্রকাশিত পত্র	পার্থসারথি বোস	১৫
Divine Consciousness for Victory, Fulfillment and Permanence	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	২০

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

জীবাত্মার ক্ষণ এখন পূর্ণত্বে বিকশিত হবার

পরমাত্মা স্বয়ংই হয়েছেন জীবাত্মা। জীবাত্মা নিজেই পূর্ণ সত্যে প্রজ্ঞায়-আনন্দে স্থিত। অথচ সৃষ্টির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্রের কারণে মহাকাল যে জীবাত্মা পরিচয়টি ফুটিয়েছেন তার অবস্থা হয়ে রয়েছে অংশ পরিচয়ে ব্যাপ্ত। জীবাত্মা লজ্জাবতী লতার মত নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। যেন অবগুণ্ঠনে থাকতেই তার স্বস্তি। জীবাত্মা লজ্জাবতী লতার মত নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। যেন অবগুণ্ঠনে থাকতেই তার স্বস্তি। জীবনময় যা কিছু চেতনার ও শক্তির বিকাশ হয়ে চলেছে সে সবই জীবাত্মার একান্ত নিবেদনের অপেক্ষায় যেন হয়ে চলেছে স্বাতন্ত্রে উত্থিত। জীবাত্মা যেন সর্বদাই হয়ে রয়েছেন সাক্ষী দ্রষ্টা স্বরূপ আর সাক্ষী হয়ে মগ্নভাবে স্থিত রয়েছেন। মহাকালের সৃষ্টির বীজ দিয়েছে স্বাতন্ত্রের শক্তি। স্বাতন্ত্র সর্বাবস্থায়। যখন যেমন করে এই স্বাতন্ত্রের অঙ্গীকার বজায় থাকে তেমনই সম্ভাবনায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন জীবাত্মা।

জীবাত্মা জীবের মূল আশ্রয়। জাগ্রত জীবাত্মা জীবন মাঝে আদিশক্তির বিকাশ পথের সহায়ক। সহায়ক একারণে যে জীবের নিজ সিদ্ধান্ত যখন ভগবানের কাছ থেকে স্বাতন্ত্রে নিয়ে যায় অথবা ভগবানকেই বরণ করবার জন্য আত্যন্তিকে হয়ে উঠতে পারে উদ্যোগী — এমন অবস্থায় জীবাত্মাই জীবন চেতনকে ধারণ করে জগৎমাঝে তার প্রকৃত সত্যার্থী হয়ে এগিয়ে চলবার বিষয়ে হয়ে উঠতে পারবেন নিশ্চিত ও একান্ত সহযোগী। চৈতন্যের শক্তি হয়ে পরমাত্মা স্বয়ং মাতৃরূপা মহাশক্তি হয়ে মূলাধারে বিরাজিত।

'Deep inside the narrow cave of Muladhara
I was destined to take a break from the cosmic mind
The Truth of God kept in abeyance from the eternal focus.'
(Song of Muladhara by Author)

পরমাত্মা থেকেই স্বাতন্ত্রে সরে এসে জীবাত্মা রূপ হয়ে ঐ পরম চেতন এখন স্বাতন্ত্রের পরিচয়ে বিরাজ করছেন মানবের মূলাধারে। যখন পূর্ণ চেতনে স্থিত অবস্থায় পরমাত্মা হয়ে ছিল বিরাজমান, তখন সব ছিল একাকার। কোনও তফাৎ অথবা বিভিন্নতা তখন ছিল না। অনন্ত শক্তির প্রভায় ভরপুর ব্রহ্মচেতন জগৎ ক্রীড়ায় জীবের জীবন আশ্রয়ে চলে আসে। ভাগবতী সত্যের পূর্ণত্ব তখন খণ্ড সত্যরূপে জগৎমাঝে ফুটে ওঠে।

'It was all calm soothing sea of tranquility around,
Silent joy of not being a part of the chaos and turbulance
The waves of thought, aspirations and dreams had their roots in
Slept to watch the moves and dances of the waves of the seeds,
The cosmic Being of Eternity sees the cries of smallness vibrates in air.'
(Song of Muladhara, by Author)

ঐ মহাচৈতন্যের মাঝে প্রশান্ত ভাব প্রবাহের মহাসাগরের অনন্ত চেতনের মধ্যেই নিষিক্ত হয়ে ছিল এই চেতন। শান্ত সমাহিত হয়ে অনন্ত ভাবপ্রবাহকেই ধারণ করে ছিল পূর্ণত্বের অবস্থায়। এমন ক্ষণেই এসেছে সৃষ্টির ব্যাপ্তি। মহাকালের দান ঐ সৃষ্টির বীজ পরিপূর্ণ ছিল চেতনের শক্তি আর স্পন্দনে। এখন জগৎ চেতন পরিচয়ে স্বাতন্ত্রের দায় তাকে পরিণত করে দিয়েছে ক্ষুদ্রত্বের সীমার গণ্ডীতে। এখন সৃষ্টির বীজ শান্ত পরিচয় ত্যাগ করে অশান্ত ক্ষিপ্ত পরিচয়ে হয়েছে প্রকৃত অবস্থায় বিস্তার।

Song of Muladhara : Gifted with the energy of Being from Eternity to thrive in life
If had the chance to get into the flower of potent to blossom.
Sleeps on to allow the chariot of the Eternity to face push
To see the forces dormant within that boundary of smooth mind.

এমন করেই এসেছিল ঐ মহাকাশের পটভূমিতে এই নিত্য সত্যের অখণ্ডতার দীপ্তি থেকে ফুটে উঠতে সময়িক-চলমান সত্যের জীবন বোধে হতে স্থিত। সমগ্রতার বোধে চেতন বিধৃত ছিল এখন তারই মাঝে ফুটে ওঠেছে স্বাতন্দ্রের ক্ষুদ্র বিকাশ ভাবনায় হতে স্থিত, চঞ্চল, কালাধীন।

It's now the moment to unfold the mystic lid over the dormants
A force an energy bundle that powers the drive forward and the sky
In the journey of life the flower of potent now would take up
The petals of the revealed components of the eternity for awakening
The mind of smallness now beats around urges to ascend up.
(The song of mind, by the Author)

সময় হয়েছে এখন তুলতে জাগিয়ে ঐ সুপ্ত ব্রহ্ম শক্তি, মূলাধারে হয়ে রয়েছেন স্থিত মহাশক্তির বিন্দু স্থিতিতে। সাধন আহ্বান হোক অন্তরে ঐ মহাশক্তির উত্থান ও ক্রম জাগরণের পর্বে ক্রমশঃ পূর্ণ চেতনকে করতে জাগ্রত জীবন মাঝে।

—ঃঃ—

দিব্য জীবনের আহ্বান-বিশ্বমাতা সাবিত্রীর

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যের আকূতি ঃ ভাগবতী আহ্বান মানুষের জন্য কখনও আসে প্রত্যক্ষে, কখনও বা আসে অনুভবে, উপলব্ধিতে বা চেতনায়। যেমন করে চেতনার বিস্তার ঘটে যায় তেমনি হয়ে উঠতে পারে এই জগৎ মাঝে কর্মপ্রয়াস। কর্মপ্রয়াস যখন হয় ভরপুর বিশ্বাসে-চেতনায়-চিন্তায় তখনই জীবনের কর্মপ্রয়াস হতে পারে নিত্য পথের সহযোগী। নিত্য পথের এই সহযোগী হতে পারে নিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে। জীবনের কর্ম হয়ে যায় অত্যন্ত বিকাশমুখি যখন হয়ে তারই মাঝে নিয়তই একান্ত বিকাশশীল হয়ে থাকা সদা প্রয়াসশীল জীবন সংযোগ। এমন জীবন সংযোগ যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে হবে নিত্য প্রয়াসের ছন্দ। প্রয়াস দ্বারা কর্মদীপ্ত হয়ে ওঠা যায় সাধারণভাবে। কিন্তু সেই প্রয়াসই হয়ে উঠতে পারে সদা বিকাশ প্রয়াসী এই জীবনের সংযোগ। ভাগবতী আহ্বান যখন আসে দিব্য গুণে-গুণান্বিত হতে তখনই এই জীবন ও জগৎ মাঝে আসে ভাগবতী রূপান্তর। এমনই আহ্বান এসেছে দেবী সাবিত্রীর কাছ থেকে।

"For in the march of all -fulfilling time,
The hour must come of the Transcendent's will.
All turns and winds towards his predestined ends
In natures fixed in evitable course
Decreed since the begining of the worlds
In the deep essence of created things :
Even there shall come as a high crown of all
The end death, the death of ignorance
But first high truth must set her feet on earth
And man aspire to the Eternal's light
And all his members feel the spirit's touch
And all his life obey an inner force.
This too shall be; for a new life shall come,
A body of the superconscient's truth,
A native field of supernatures mights:
It small make earth's nescient ground Truths colony,
Make even the ignorace a transparent robe.
Through which shall shine the brilliant limbs of truth
And Truth shall be a Sun on Nature's head
And Truth shall be the guide on nature's steps
And Truth shall gaze out of her nether deeps."

(Sri Aurobindo, Savitri – A Legend and a Symbol, Sri Aurobindo Ashram, Pondichery, Book-XI, The Book of Everlasting day, The Souls Choice and the Supreme Consummation, p. 708, ISBN 81-7058-018-8).

মহাকালের কালযাত্রাই জীবনের সূচক। পরম চেতন বিশ্বমাঝে সৃষ্টির সব সূচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে সদাই যেমন করে এই সৃষ্টির পথ এগিয়ে এসেছে। সমগ্রতায় এই এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে ভাগবতী বিকাশ হয়েছে ক্রম মাত্রায়। এই এগিয়ে চলবার পর্বটি এ পর্যন্ত হয়েছে আংশিক জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে চলার মধ্য দিয়েই হয়ে উঠবে জীবনময় একান্ত বিকাশ। জীবনময় একান্ত বিকাশ হতে হলে চাই ভগবানকে জীবনে বরণ। ভাগবতী পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে সদাই জীবন মাঝে এসে যায় আরও অন্য কিছুর জন্য আহ্বান। জাগতিক হয়ে ওঠার পথ এই অন্য কিছুর জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকবার পথ। যেমন করে জীবনের পথচলার পিছনে চেতনার সঞ্চার তেমনই হয়ে উঠবে জীবনের বিস্তার। জীবনের এই বিস্তার পথ তাই স্বতঃই পার্থিব ভাবধারাকে স্বাতন্ত্রে সৃষ্টি করে সেই পথেই ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলা। এগিয়ে চলবার পর্বের প্রথম যোজনার বিকাশ মানবিক ভাবধারার স্বাভাবিক স্বাধীন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। মানবিক ভাবধারার প্রয়োগ জীবন পথের একান্ত সহযোগী

হয়ে অঙ্গে অঙ্গে পার্থিব ভাবধারার সঞ্চার হয়েছে। পার্থিব ভাবধারা সাধারণভাবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র-অধিকার-বিশেষত্ব এসবের উপর নির্ভর করে থাকে। এই বিশেষত্বের প্রকাশ মাধ্যম হল ব্যক্তির নিজস্ব লালনে গড়ে তোলা অহং। ব্যক্তির চরিত্র সত্ত্ব-রজ বা তম গুণ যাই হোক না কেন মৌল বীজ মাত্রায় অহং যদি দানা বাধে তবে ঐ ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক সাযুজ্যের বোধ গড়ে ওঠে জগতের জড় বিকাশের নিরীখে। এই জড় বিকাশ মানবিক পথের যেন একান্ত ও বিশেষত্বে ভরপুর হয়ে থাকা। বিশ্বমাতা সাবিত্রীর আহ্বান—এখন এসেছে ক্ষণ ওসব বিচার থেকে হয়ে মুক্ত হতে হবে পূর্ণ ভগবত্তার পথের অভিমুখে এগিয়ে চলা। কৃপাসুন্দর ভগবান এখন আশ্রয় করে দেবে।

নিত্য ভাবময় দেবছন্দে ঃ ইন্দ্র বায়ুঃ বৃহস্পতিঃ সুরয়ঃ
এবহে বহামহে।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ
সংগত্যাং সুমনা অসৎ। (ঋ. বে. ১০/১৪১/৪)
দেবতার এই বিকাশ পর্ব হয়েছে জীবনময়।
এই নিত্য প্রকাশ হয়েছে এখন বাঙ্ময় স্বতঃই।
এখন এই জগৎ বিকাশ হবে জীবনময় ব্যাপ্ত
দেবছন্দের নিত্য প্রভায় হোক জীবনের একান্ত উন্মেষ।
সত্য প্রভায় হয়েছে জীবনের বিকাশ জগৎ সত্যে।
নিত্য ভাবময় হোক এখন জীবন বিকাশের সদা ব্যাপ্তি।
ঐ জীবন বিকাশ অভিমুখে হোক স্বতঃই অগ্রগতি।
একান্ত নিবেদনের এই ক্ষণ প্রভায় হয়েছে নিত্য বিকাশ পর্ব।

দেবীর কৃপায় পূর্ণপ্রজ্ঞা ঃ অর্ষম অমং বৃহস্পতিম।
ইন্দ্রং দানায় চ উদয়।
বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং
সবিতারং চ বাজিনম্। (ঋ. বে. ১০/১৪১/৫)
ভাগবৎ ভাবনা হয়েছে যদি গাঢ় অন্তর মাঝে দৃঢ়।
এখনই এসেছে জীবনের নিত্য বিস্তারের গভীর উন্মেষ।
যেমনে দেবচেতনের প্রভা এসেছে জগৎ মাঝে তেমনি অনুভবে।
সাধন বিকাশ পর্বে দেবতার উন্মেষ এখন জগৎময়।
ভগবৎ ভাব হয়েছে এখন নিত্য প্রবাহে বিকশিত।
ঐ মহৎ ভাগবতী ভাব এখন নিত্য পর্বের প্রথা বিহিত।
দেবমাতৃকার জগৎ মাঝে উন্মোচন এখন স্বতঃ প্রকাশে।
দেবী সরস্বতীর কৃপা প্রভায় এসেছে এখন প্রজ্ঞার প্রবাহ।

যজ্ঞের দেবতা এখন জীবনময় ঃ ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভিঃ
ব্রহ্মা যজ্ঞং চ বর্ধয়ং।
ত্বং নো দেবতা তয়ে।
রায়ো দানায় চ উদয়ঃ। (ঋ. বে. ১০/১৪১/৬)
ঐ যজ্ঞের শিখা হয়েছে নিবেদিত দেব অভিমুখে।
এসেছে যজ্ঞের কৃপার প্রবাহ এই যজ্ঞ পর্বে।
এমন করে হয়েছে তোমারই কৃপার বর্ষণ জীবনে।
হয়েছে জীবনের গড়ন তেমন করেই রূপায়িত।
এখন জীবন মাঝে স্বিতঃ উদ্যোগ দেহ অনুভবের।

জীবনময় হবে এখন এমনই নিত্য বিকাশে ও প্রকাশে।
ক্রম সঞ্চারোক দেব চেতেন হয়েছে স্থিত জীবন অভ্যন্তরে।
এখন নিত্য প্রকাশের এই ক্ষণ

তোমাকেই চাই ঃ অয়ম অগ্নে জয়িতা ত্বে অভূগুঃ অবি সহসঃ।
সুনো নাহ অন্যত অস্তি।
আজন্ম ভদ্রং স্থি শর্ম ত্রিচরূপম ইস্ত।
তম্ আরেঃ হিমানাম অপ দিন্দ্যমা কৃধিঃ। (ঋ. বে. ১০/১৪২/১)

অগ্নির ভাস্বর প্রভা এসেছে সাধন জীবনে।
জীবন মাঝে এসেছে যা কিছু এসেছে শক্তির প্রভা পূর্ণ।
ঐ অনন্ত জীবন পথের এই পর্বে হয়েছে দৈবী উন্মেষ।
জীবন মাঝে নিত্য আকর্ষণ এখন ভাগবতী চেতন পথে।
ঐ সত্য চেতন জগৎ পথের একান্ত প্রকাশ মার্গে হয়েছে ব্যাপ্ত।
সাধন জীবনের চেতন প্রদীপ হয়েছে দীপ্ত সদা প্রকাশে।
মায়ার আবিলতায় আবদ্ধ হয়েছে যে জীবন হোক তার মুক্তি।
জীবনের একান্ত বিকাশ পর্বে হোক অখণ্ড দেব সংযোগ।

সত্যের ক্রম ব্যাপ্তি ঃ ভগবানকে বরণ করে নেওয়া জীবন সদাই মনের মাঝে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ভক্তির আবর্তে থাকবেন যুক্ত। যেমন করে এই বিকাশ মাধুর্যময় হয়ে উঠবে তেমন করেই জীবন মাঝে ভাগবতী আকর্ষণ হবে মূর্ত। জীবনের সম্পূর্ণতার বোধ এসে যাবে যখনই পার্থিব ভাবধারার এই স্বতঃব্যাপ্তি এক, স্বতঃপ্রসারিত। জীবনের ভাবধারা এমন ক্ষেত্রে গড়ে উঠবে একান্ত বিচিত্র জাগতিক ভাবসমূহ এমন ক্ষেত্রে এমনভাবে হয়েছে জীবন ব্যাপ্ত একান্ত বিকাশ। জগৎময় এই বিস্তার মানুষের অন্তর মাঝে গড়ে তুলবে নিবিড় ভালবাসা। ব্যক্তির এই বিস্তৃত ক্ষণ বিকাশ এখন জীবন মাঝে ভাগবতী শক্তিকে বীজাকারে ব্যাপ্ত করবে জগৎময়। জগৎ বিস্তারও এই ক্ষণ প্রভায় ব্যক্তির জীবনের জীবনময় চেতনাকে করে সংহত হয়ে যাবে এই বিস্তার এখন জগতের মাঝে হয়ে উঠবে ব্যাপ্ত। জীবন এমন করেই মহাজীবনের যে জগৎ সঞ্চারের পথ দিয়ে ক্রমাগতভাবে হয়ে উঠবে জীবনের জন্য একান্ত নিবেদিত যথাযথভাবে বিপুল বিস্তারের পথ দিয়ে অথবা ক্রমসঞ্চারে নানা গুণের আধার থেকে হয়ে চলবে এই ব্যাপ্ত বিকাশ। সবিত্রীর আহ্বান হবে জগৎচেতন মাঝে ব্যাপ্ত। মানবই এই পার্থিব চৈতন্য করে সংযোজন করেছে জগৎ মাঝে সত্য চয়নে হতে হবে উন্মুখ। নিজ প্রয়াসে এই সাধন পর্ব চলবে এগিয়ে ক্রম পরিণতিতে পূর্ণ প্রয়াস সাধনে হবে তৎপর।

"Intuitive beams shall touch the natures peaks,
The truth shall be the leader of their lives
Truth shall dictate their thought and speech and act
They shall feel themselves lifted nearer to the sky,
As if a little lower than the gods.
For Knowledge shall pour down in radiant streams
And even darkened mind quiver with new life
And kindle and burn wit the ideals fire
And turn to escape from mortal ignorance.
The frontiers of the ignorance shall recede,
More and more souls shall enter into light,
Minds lit inspired, the occult summoner hear
And lives blaze with a sudden inner flame

And hearts grow enamoured of divine delight
And human wills tune to the divine will
These separate selves the spirits oneness feel
These senses of heavenly sense grow capable,
The flesh and nerves of a strange ethereal joy
And mortal bodies of immortality."

(Sri Aurobindo, Savitri, Book-XI, The Book of Everlasting day, The Souls Choice and the Supreme Consummation, p. 710, ISBN 81-7058-018-8).

পরম সত্যকেই জীবনে চাইতে হয়। সৃষ্টির সূচনায় দেবদিদেব দিয়েছেন দৈবী ইচ্ছায় ভরপুর সৃষ্টির বীজ। দৈবী ইচ্ছা এমনই যে সৃষ্ট মানবকে তার স্বাভাবিক জীবন ছন্দ ও জীবন চেতনাকে কেমন করে আর কোন দিকে পরিচালন করছে সেটি দেখবার জন্য। দেখলেন মানবের স্বাভাবিক রুচি অন্য দিকের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ আপাত পর্যায়ের নয়, এটি গভীর ও গুঢ়। স্বাভাবিক চেতনের পটভূমির নীরিখে মানব চেতন ছুটে যায় বিপরীত দিকে সৃষ্টির আকাঙ্খা নানা মাপের। কখনও এটি হয়ে যায় কাছের কিছু—যা কিছু ধরা-ছোঁয়ার আওতায় সেসব। আবার আকাঙ্খার ঘুড়ি বন্ধন করে ছিন্ন উড়ে চলে সীমাহীন আকাঙ্খার অভিযানে। বাসনার ধরনটি একই রকমের হয়ে ওঠে। বাসনা বড় বিষাক্ত-ছোঁয়াচে। বাসনার বিষ মনকে বিদ্ধ করে দিয়ে থাকে। বাসনা শেষ করা সমস্যার। একটি বাসনা পূরণ এর অন্ত করে না, বরং আগুনে ঘি ঢেলে আহুতি দেবার মত অবস্থা। যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে যেমন ঘৃতের আহুতি প্রয়োজনে প্রয়োগ করে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় বাসনা। পিপাসা ক্ষুধা এক একা থাকে না, সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। এক একটি অঙ্গে এই পিপাসা-ক্ষুধা এসে বিদ্ধ করে। সৃষ্টির পরম্পরায় এগিয়ে চলবার পথে এগুলি সহযোগ দিতে পারে। সাবিত্রীর আহ্বান—এসব থেকে হও মুক্ত। বরণ করে নাও ঐ পরম সত্যকে জীবনের মতো।

ভগবানকেই করে আশ্রয় জীবনে ঃ

শ্রবৎ তে অগ্নে জনিমা পিতুয়ত।
সাচ ইব বিশ্বা ভুবনা নৃজুসে।
প্র সপ্তয়ঃ। প্র সনিষন্ত নো ধিয়ঃ।
পুর শ্চরন্তি পশুপা ইব আত্মনা। (ঋ. বে. ১০/১৪২/২)

অগ্নি প্রকাশে মূর্ত দিব্য শিখাময় এখন।
এই বিকাশ পর্বের হয়েছে বিস্তীর্ণ ব্যাপ্ত সাধন।
প্রেরণার বার্তায় হয়েছে ভরপুর জীবনের চেতন সাধন।
যেমন করে এসেছে তোমারই দেওয়া দেবস্পর্শ এখন।
জীবন চেতনের এই উন্মেষ ক্ষণে এখন নিত্য ভাবপ্রদীপ
যা কিছু হয়েছে একান্ত বিকাশ পর্বের বাস্তব স্থিতি।
এখন হবে একান্ত ভাব মার্গের বিস্তৃত উন্মোচন।
ভগবানকে করে আশ্রয় চলেছে প্রবাহ চিন্তার কর্মের।

জীবন মাঝে রুদ্র প্রকাশ ঃ

উত বা উপরিঃ বৃণক্ষি বঙ্গতঃ।
বহঃ অগ্নঃ জলপ অস্য স্বধাবঃ।
উত খিল্যা উধরানাং ভবন্তি।
মা তে ইতিং তবিষো চক্রুধাম্। (ঋ. বে. ১০/১৪২/৩)

রুদ্র প্রকাশ এখন জগতের ব্যাপ্তি সংশোধনী।
এখন নিত্য ভাবছন্দের সীমা করে অতিক্রম চলবে জীবন।
ঐ অনন্ত ভাবমণ্ডল হবে এখন জীবনের বার্তাবহ।
নিত্য প্রভায় হয়েছে যে বিকাশ এখন তারই ক্ষণপ্রভাব।

এই জগৎ মাঝে জীবন প্রবাহ হয়েছে নিত্য ভাবমগ্ন।
দেবশক্তির এখন জগৎ প্রকাশ ক্ষণ অনাবিল রূপে।
ঐ ভাব বিকাশে হোক সদা প্রকাশের ব্যাপ্তি।
এখন তোমারই ভাব মণ্ডল হোক জগৎ মাঝে মূর্ত।

বিশুদ্ধ মনেই হবে উপলব্ধি ঃ

যৎ উদ্বতো নির্বতো যাসি বপ্সৎ।
পৃথগ এষি প্রগধিন্ ইব সেনা।
যদা তে বাতো অনুবাতি পোচিঃ।
বপ্সেব সমশ্রু বপসি প্র ভূমি। (ঋ. বে. ১০/১৪২/৪)

সময়ের এই চলমান ক্ষণে হয়েছে বহু বিন্যস্ত জগৎ।
একই ক্ষেত্রের মাঝে ফুটে ওঠে স্পন্দনের বিভিন্নতা।
এই ভাব প্রবাহ হয়েছে জীবনের এগিয়ে চলবার পাথেয়।
এখন যেমন হয়েছে ভাগবতী ভাবের আহ্বান তেমনই বরণ।
জীবন ক্ষেত্র এখন হয়েছে উন্মুক্ত করতে প্রকাশ চেতন দীপ্তি।
রিপুর প্রভাব হয়েছে যদি দমন তবে হবে মনেই বিকাশ।
অনুভবের ব্যাপ্ত বিকাশে হবে বিশুদ্ধ মনে অনুভব অর্জন।
জীবনের কর্ম-চিন্তার বার্তা ক্রমশ হবে দিব্য গুণে ভরপুর।

অনন্ত চেতনের এখন বিস্তার দিব্যপথেঃ

প্রত্যস্য শ্রেনয়ো দদৃক্ষ।
একং নিয়ানং বহবো রথাস।
বাহু বৎ অগ্নে অয়ম অনু-সৃজানো যথাঃ।
নঙ্ একং উক্তানাম অন্বো এষ ভূমিম। (ঋ. বে. ১০/১৪২/৫)

অগ্নির বিস্তার হবে জগৎময় নিয়ে বার্তা অনন্তের।
একান্ত বিস্তৃতির এই ক্ষণ এখন হবে মূর্ত জগতে।
অগ্নির প্রভায় যেমনে দাবানলে করে দেয় দগ্ধ বনাঞ্চল।
বিশুদ্ধির বিক্ষেপ তেমন করেই হয়েছে মূর্ত সর্বত্র।
এখন অগ্নির বিশুদ্ধির উদার দান দিব্য ভাব সঞ্চারে।
জীবনের রথ এখন চলুক এগিয়ে নিত্য দিনের ভাবস্পর্শে।
এখন হোক বিকাশ পর্ব উন্মোচন জীবনের নিত্য প্রসারে।
অনন্ত চেতন এখন করবে দৃঢ় জীবচেতনের জীবন প্রভা।

উপলব্ধির বিস্তার ঃ মানব সভ্যতার প্রকৃত পত্তন হয়েছে বেদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বেদ হল জানা। ভগবানকে, ভগবানের সত্যকে জানা। আজ থেকে পনের হাজার বছর বা তার থেকেও কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে রয়েছে নিদর্শন নিয়ে। পরম সত্যই অমৃত, ভগবান স্বয়ং। স্বয়ং তিনি জীবনের এই অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চান। ভগবানের বেদ-সত্যকে ব্যাপ্ত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনে বরণ করতে হয়। প্রাচীন ভারতের বেদ-স্নাত সভ্যতা এজন্যই চেয়েছেন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঐ পরম সত্যকে বরণ করে নিতে। সত্যবান আর সাবিত্রীর বর্ণনার মধ্য দিয়ে সত্য চ্যুতির সামান্যতেই হয়ে যায় মায়ার অবসানে সত্যের প্রতিষ্ঠা। ঋষির আহ্বান সবকিছু আকাঙ্খা-বাসনা-ক্ষুধা-পিপাসা সরিয়ে দিয়ে এখন শুধু ভগবানকেই বরণ করে নিতে। জীবনের একাত্মতা এই মহতী চেতনকে জাগিয়ে তুলবে। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে মানবের জীবন মাঝে আনন্দ-চেতনের একক অস্তিত্ব। এখন সাধন পর্বকে একাত্ম করে নিতে হয়। সত্যবান জীবনকে আস্বাদন করেছেন প্রকৃতির

মধ্যে। সমগ্র প্রকৃতি তার বন্ধন। তাই আহ্বান জানিয়েছেন সাবিত্রী, সত্যময় হতে আর ভাগবতী প্রভায় ডুব দিতে।

"A divine force shall flow through tissue and cell
And take the charge of breath and speech and act
And all the thoughts shall be a glow of suns
Often a lustrous innet dawn shall come
Lighting the chambers of the slumbering mind;
A sudden bliss shall run through every limb
And Nature with a mightier presence fill.
Thus shall the earth open to divinity
And common natures feel the wide uplift,
Illumine common acts with the spirits ray
And meet the deity in common things,
Nature shall live to manifest secret God,
The spirit shall take up the human play
This earthly life become the life Divine."

(Sri Aurobindo, Savitri, Book-XI, The Book of Everlasting Day, The Souls Choice and the Supreme Consummation, p. 710, ISBN 81-7058-018-8).

মহাজাগতিক সত্য যখন উপলব্ধিতে আসে সাধন জীবন মাঝে, ক্রমে ঐ দিব্য উপলব্ধির ঢেউ ছড়িয়ে যায় অস্তিত্বের সর্বত্র। একেই বলা হয়েছে সর্বাঙ্গীন শিহরণ। শিহরণে অবয়বের সব অঙ্গে ছড়িয়ে যায় স্পন্দন। এটি এক দিব্য স্পন্দন যার গতি হতে পারে সর্বত্রই। এই স্পন্দন একটি সাধারণ কম্পন নয়। এই স্পন্দন এক দিব্য স্পর্শ যার প্রভায় হয়ে উঠবে সব প্রাণের মাঝে রূপান্তর। এই রূপান্তর পর্বটি প্রতিটি জীবনের কাছে এক উত্তরণ। এই উত্তরণে প্রতিটি জীবনের চরিত্র, গুণাবলী, জীবনবোধ, ব্যবহার বিধি এসবই নতুন হয়ে ওঠে। যে জীবনবোধ এ যাবৎ জগৎ কেন্দ্রীক, বাইরের ঘটনা ও বিষয়াদির উপর নির্ভর ও যুক্ত হয়ে ছিল এখন সেগুলির সবই হয়ে উঠবে একান্ত নির্ণায়ক দিব্য পরিচয়ের বাতাবহ। দিব্য পরিচয় হল তার নিজ প্রাণ মন ও হৃদয়ের পরিবেশের বদল ঘটিয়ে দেওয়া। পার্থিব ও জাগতিক ছন্দেই চলছে জীবন। এই জল, বায়ু, মাটি, প্রকৃতি, আলো, আকাশ এ সবই অনন্ত সত্য ভগবানেরই নানা প্রকাশ। অথচ এ সবের প্রাকৃত অর্থ তাৎপর্য-আবেশ-সৌন্দর্য মন-প্রাণ-হৃদয়কে আবেশিত ও মুগ্ধ মগ্ন করে রাখে। এই মুগ্ধ মগ্ন যে প্রাণ সে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে হয়ে থাকে মোহিত। জগৎটি তার কাছে মানবিক মনের স্পন্দনের ক্ষেত্র। প্রকৃতির সব পথচলা আর সময়ের পথে প্রকৃতির সঞ্চালন সবই এই মানবিক চেতনের কাছে অপরূপ আকর্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। এই অপরূপ আকর্ষণই জীবনের গতি-স্থিতি-অভিমুখ হয়েই থাকে। আর এ সবেরই মূল চালিকা হয়ে যায় জীবনের যা কিছু চিন্তা-কর্ম; যা কিছু বাক প্রভৃতি রয়েছে সে সবেরই মধ্যে আবিষ্ট হয়ে থাকা। জীবনের এই বিশেষ আবেষ্টন জীবের পার্থিব চেতনকেই অন্তরিন করে নেওয়া হয় যার ফলে মানবিক চৈতন্য গুটিয়ে আসে, হয়ে যায় অহংকেন্দ্রক। যখন উপলব্ধির ঢেউ এসে যায় চেতনার দ্বারে ঐ মানবিক তেনের মাঝে এসে যায় প্রেরণার প্রদীপ। এখন আলোর প্রবাহ এসে যায়। ভাগবতী সূর্য এখন সবিতার আহ্বানে হবে মূর্ত জীবনময়।

দেবছন্দের নিবিড় বরণে ঃ উত তে শুষ্মা জিহতান্ এতঃ তে অচিঃ।
উত তে অগ্নে শশমানস্য। রাজা।
উচ্ছল এতস্ব নি নমঃ বর্ধমানঃ।
আ ত্বা। অদ্য বিশ্বে বসবঃ সদন্তু। (ঋ. বে. ১০/১৪১/৬)

দেবশক্তি হয়েছে ব্যাপ্ত সাধন প্রাণের মাঝে।
যজ্ঞের শিখাময় অগ্নির ক্ষণ বিস্তারের এই পর্যায়ে স্থিত।
দেবতার দান এসেছে এখানে জগৎ মাঝে সাধনে
ঐ অনন্ত বিকাশ প্রভায় হয়েছে জীবনের প্রাপ্তি দেবশক্তি।
যা কিছু মালিন্যের স্পর্শ এসেছে হয়তবা উত্তরণ তরে।
অগ্নি শুদ্ধির পথে মনের মাঝে ভাগবতী প্রভার সৃষ্টি।
দেবতার সহযোগ হোক জীবনময় ব্যাপ্ত নিত্য বিকাশে।

এখন দেবছন্দের নিবিড় বরণে হবে জীবন ভরপুর উপলব্ধিতে।

অগ্নি বিশুদ্ধিতে হয়ে যোগময় ঃ

অপাম ইদং ন্যয়নং।
সমুদ্রস্য নিবেশনম্।
অন্যঃ কুনুশ্বেন পন্থাং।
তেন যাহি বশান্ অনু। (ঋ. বে. ১০/১৪২/৭)

বহু বিচিত্র পথ করে অতিক্রম হয় জলধারার মিলন।
জলধারার মিলন পথের বৈচিত্র পরমের চরণ সঞ্চালনে।
অগ্নি বিশুদ্ধির সব প্রয়াস হয়েছে এখন সিদ্ধ চেতনময়।
অগ্নি বিশুদ্ধির সব প্রয়াস হয়েছে এখন সিদ্ধ চেতনময়।
প্রজ্ঞার সঞ্চার হোক সমন্বিত জীবনের নব উন্মেষে।
এখন এসেছে ক্ষণ প্রভায় জাগরণ পর্বের একান্ত উন্মেষ।
অনন্ত উৎস মাঝে হয়েছে জীবনের নবীন স্পন্দন ধ্বনিত।
দেবতার দান এখন যেত্রাগমাত্রায় দিয়েছে উপহার ব্যাপ্ত উপলব্ধি।

বিশ্বচেতনের সঙ্গে ঃ

আয়নে তে পরায়ন
দুর্বা রোহন্ত পুষ্পিনী,
হৃৎ অস্য পুণ্ডরিকানি।
সমুদ্রস্য গৃহা ইমে। (ঋ. বে. ১০/১৪২/৮)

দেবতার প্রসাদ পেয়েছে সৃষ্টির সব কণা।
ভূমির উপর হয়েছে দেবপ্রভা দীপ্ত জীবনে।
তৃণের শরীরও উঠেছে গড়ে ঐ দেবছন্দে।
অনন্ত চেতন এখন মিশেছেন জগৎ চেতনে।
ঐ অনন্ত দেবপ্রভা হয়েছে বিস্তৃত জলে স্থলে।
পদ্মের বিকাশ এখন পুষ্প প্রভায় জগতের সর্বত্র।
এখন এসেছে জীবন মাঝে ঐ অনন্তের স্পর্শ।
চেতনা হয়েছে একাত্ম সৃষ্টির সব প্রয়াণের সমীপে।

দৈবী চেতনের গভীরে ঃ

ত্যং চিৎ অত্রিম ঋতজম।
অয়ম অর্থম অন্বং ন জাতবে।
কক্ষীবণতং যৎ ইৎ পুরানা।
রথং ন কৃণুথে নবম্। (ঋ. বে. ১০/১৪৩/১)

ঋষির প্রজ্ঞার সঞ্চার হয়েছে তোমার পরশে।
সত্যময় চেতনে হয়ে বিধৃত জীবনের ছন্দে ছন্দে।
এখন এই গতিময় চেতন সংস্থান হয়েছে পূর্ণ।
জীবনের নিবিড় ভাবময়ি প্রভায় হয়ে সদা তৎপর।
যে ভাবপ্রদীপ এসেছে জীবনমাঝে হয়ে মূর্ত।
ঐ পূর্ণ চেতনের পরশে দীপ্ত সুদ্ধ প্রজ্ঞার আবেশে
এখন জীবন ক্ষণ হবে দৃশ্যময় প্রভায় ভাস্বর সদাই।
এই ভাবদীপ্তির হোক নিত্য পথের সাধন উন্মোচন।

দিব্যচেতনের ক্ষণ ঃ অন্তর প্রকৃতি জাগ্রত হলে বাইরের প্রকৃতির প্রভাব আর প্রবাহের বদল ঘটে যায়। এখন জীবনের অন্তর প্রদেশ হয়ে উঠবে ভাস্বর দেব সূর্যের আলোক প্রভায় এসে যায় এই পার্থিব জীবন মাঝে। যে মন-প্রাণ-হৃদয় জাগতিক ভাবে ছিল আচ্ছন্ন, যেন বদ্ধ এখন এসেছে ক্ষণ তারই মাঝে ফুটে উঠবে দিব্য পুষ্পের কুঁড়ি। ঐ দিব্য ফুল এখন প্রতীক্ষায় কখন আসবে

সেই স্থান ক্ষণ যখন আর আলোক দীপ্ত। এই আলোক এখন এনে দেবে চৈতন্যের শক্তি। চৈতন্যের দীপ্তি মন-প্রণ-হৃদয়ের মাঝে নিয়ে আসবে অনন্তের প্রত্যক্ষ পরশ। সৃষ্টির মূলে ভগবান মহাকাল যখন সৃষ্টির ইচ্ছায় আপ্লুত হলেন আর সৃষ্টির বীজ গড়ে একান্তভাবে যেভাবেই। সৃষ্টির মৌল তাৎপর্য হল তার নির্দিষ্ট অভিমুখ। এই অভিমুখ অন্তর মাঝে এক নিত্য বোধের সূচনা। অনিত্যের সব পটভূমিকে স্বীকার করে নিয়েই এই পটভূমি। এই অনন্ত আকাশ গড়ে দেবে তখন অনন্ত চেতনে মহাশূন্যের বোধ সর্বত্রই এই মহাশূন্য করছে বিরাজ। বিশ্বের সব ক্ষেত্রই এই মহাশূন্যের আবেশে হবে মগ্ন। জীবের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন সে ঐ সহস্রদের মাঝেই রয়েছে। বিরাট এই বিশ্বের মাঝে বস্তু কণা, জীবনের সব অবয়ব, সব ক্ষেত্রই মহাশূন্যের মাঝেই রয়েছে। বিরাট এই বিশ্বের মাঝে বস্তু কণা, জীবনের সব অবয়ব, সব প্রাণ, মন, হৃদয় এখন অনুভব করতে পারবে, ঐ অনন্তের ক্রোড়ে অবস্থান তারই সম্ভব। মানব চেতন এখন হবে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত ঐ মহান দিব্য চেতনেরই অঙ্গপ্রভায় বরণ করে নেবে। বাইরের প্রকাশ এখন ভাস্বর হয়ে উঠবে অন্তর মাঝে। ক্ষুদ্র কণার পরিচয়ের মধ্যেও ঐ একই দ্যোতনা। অনন্ত আকাশ যেমন বাইরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তেমনি করেই অন্তর মাঝের আকাশ এখন ঐ দিব্য চেতনের স্পর্শ অনুভবে হয়ে উঠবে প্রাণদীপ্তিময়। এই ঐ অনন্ত শক্তি, অনন্ত চেতনের নিত্য ভাবময় উপস্থিতির একান্ত উদাহরণ। সত্যের চারণ এখন অন্তর মাঝে। বাহ্য মন যে ভাব নিয়েই প্রকট তারই কেন্দ্রে দিব্য চেতন।

But Savitri answered the distainful shade;
'World-spirit, I was thy equal spirit born.
My will too is a law, my strength a god.
I am immortal in my mortality.
I tremble not before the immovable gaze
of the unchanging marble hierarchies
That look with some stone eyes of Law and Fate.
My Soul can meet them with its living fire.
Out of thy, shadow give me back again
Into earths flowering spaces satyavan
In the sweet transciency of human limbs
To do with him the ancient Mother's load.
I will follow with him earth's path that leads to God.
Else shall the eternal spaces open to me
While round us strange horizons of facade.
Travelling together the immence unknown
For I who have trod with him the treacle of time
Can meet behind his steps whatever night
On unimaginable stupendous dawn
Breaks on our spirits in the untrod beyond,
Wherevcer thou leadest his soul I shall pursue

(Savitri, Book-IX, The Book of Eternal Night, Canto II, The Journey in Eternalnight, p. 589, ISBN 81-7058-018-8)

দিব্যচেতনের এসেছে ক্ষণ এখন অনুতে পরমানুতে হয়ে ব্যাপৃত জীবনের রূপ বদল করে এই পার্থিবের পরিবেশের সব বন্ধন করে ছিন্ন হবে ভাস্বর দিব্য ভাবামৃতের মধ্য দিয়ে একান্ত আবেশে। অনন্ত ভাবময় ভগবান এখন জীবের জীবন চেতনের ভাগবতী প্রকাশের মাঝে দিয়ে ধরা হবেন মূর্ত। ঐ অনন্ত মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে যে দিব্য প্রভা তারই এখন হওয়ার পর্ব দেবস্বরূপ। পার্থিবের বন্ধন ক্রমে হবে ছিন্ন। ঐ অনন্ত আকাশের মধ্যে এখন দেবসূর্য হয়ে ভাস্বর জীবের জীবন প্রত্যয়কে করবে পূর্ণ দিব্য আলোক প্রভায় স্নাত নিত্য চেতনই হবে জগৎময় দিব্য বৈশিষ্ঠময়।

মুক্ত চেতন অভিমুখে ঃ ত্যং চিৎ অশ্বং ন বাজিনম্।
অরেঃ অনবে যম্ অত্রন্।
ঋল্হং গ্রন্থিং ন বি য্যামাত্রিং।

যবঃ ইষ্ট ইমা রজঃ। (ঋ. বে. ১০/১৪৩/২)
এই সৃষ্টির সর্বত্র তোমারই বিকাশ প্রভা।
যেমনে হয়েছে সব প্রাণের প্রতিষ্ঠা জগৎ মাঝে
এসেছে জীবনময় দৃপ্ত প্রজ্ঞার সদা সঞ্চার এখন
এই ভাবদীপ্ত জীবন পর্ব এখন পূর্ণ অত্রিঋষির সাধনে।
হয়েছে সকল বন্ধন ছিন্ন করতে মুক্ত জগৎ প্রত্যয়।
এমন করেই জড় আবর্ত হয়েছে চেতন সঙ্গী জীবন মাঝে।
ঐ অনন্ত ভাবপ্রজ্ঞায় এখন ভাস্বর জাগরণ জীবনে।
হয়েছে মুক্ত চেতন করতে বরণ ভাগবতী ভাব প্রভা।

দেবচেতনের জগৎ বিজয় ঃ

নরা দ্রংসিষ্ট এবত্রয়ে শুভ্রা।
সীষঃ অসতং ধিয়ঃ সদা।
অথা হি বাং দিবং নরাঃ।
পুনঃ স্তোমো ন বিশমে।

জীবনে জয়ের প্রজ্ঞা এসেছে ঋষির সাধনে। / ঐ চেতন দীপ্ত দিব্য ভাবপ্রভা. হবে ভাস্বর জীবন এখন।
নিত্য প্রবাহের এই পর্ব মাঝে দিয়েছ প্রেরণার শক্তি। / জগতে বিজয়ের প্রজ্ঞা এসেছে জীবনের এই নিত্য পথে।
এখন ভাব প্রভায় হোক উদ্ভাসিত দেবছন্দ। / বিজয়ের এই ক্ষণে এখনই দেবতার নিত্য স্পর্শ উন্মোচিত।
ঐ অনন্ত চেতন এখন জীবনে হয়েছে যুক্ত। / বিজয়ের ক্ষণ এখন হয়েছে মূর্ত নিত্য ভাবপর্বে।

উন্মুক্ত দেবদৃষ্টি পথেঃ

চিতে তৎ বাং সুরঃ অধসা / রাতিঃ সুমতি রক্ষিণা।
আ যৎ নঃ সদনে পৃথৌ। / সমনে পর্ষয়ো নরাঃ। (ঋ. বে. ১১/১৪৩/৪)

দেবচিত্ত দিয়েছে প্রেরণার শক্তি সাধন চেতনের উন্মোচনে। / হয়েছে কৃপার উন্মেষ এখন সাধন পথের আবহে।
দেবতার প্রেরণার শক্তি হবে বিস্তৃত এখন সাধনে /ক্রম সঞ্চারে করতে বরণ দেবচেতনের প্রভা মাঝে।
আসুক নিত্য প্রদীপ জীবনের এই একান্ত বিকাশ পর্বে / ঐ অনন্ত ভাবপথের হোক মাধুর্য উন্মোচন ক্ষণ প্রভায়।
দেবতার দৃষ্টিপথ হয়েছে উন্মুক্ত করে ব্যাপ্ত সব জীবন / এই ভাবরাজির এখন বিকাশ পর্ব জীবন চেতন মাঝে।

প্রেরণা শক্তি এসেছে জীবন মাঝে ঃ

যুবং ভুজ্যং সমুদ্র আ / রজসঃ পার ইন্ডিতম্।
যাতম্ অচ্ছা পতত্র অভিনাশত্যা। / ইদং সানয়ে কৃতম্। (ঋ. বে. ১০/১৪৩/৫)

ঋষির আহ্বান উন্মুক্ত সাধন জীবনের। / যা কিছু ভাবদীপ্তি হবে ভাস্বর উপলব্ধির আয়নায়।
এখন সকল ভাবপ্রবাহ হবে সংহত দেবচেতনে। / নিত্য বিকাশ হয়েছে এখন দৃপ্ত ভাব সংবেদে।
ঐ অনন্ত ভাববিকাশ দীপ্তির সমন্বয়ে / ভাগবতী শক্তির স্পর্শ পেয়েছে প্রাণের প্রত্যয়ে।
দিব্য উপলব্ধির প্রবাহ এসেছে জীবনের জাগরণ পর্বে।/ তোমারই প্রেরণার শক্তি করে সম্বল চলেছে জীবন প্রবাহ।

বিরাট এই প্রকৃতির একান্ত বিস্তার ঃ মহাবিশ্বে ভগবানের নীরব-নিস্তরঙ্গ নিরাবয়ব উপস্থিতি দৃষ্টিসীমায় আসে না। উপলব্ধির গভীরে ধ্যানতন্ময় হয় যখন মানব চেতন তখনই হতে পারে এমনতর অবস্থা। উপলব্ধির এই স্তরে পৌঁছতে হলে চাই গভীর গূঢ় সাধন। শ্রী অরবিন্দ সাবিত্রীর মধ্যে পিতা অশ্বপতির সাধনের এমন গভীর ভাবতন্ময়তা ব্যক্ত করেছেন। ভাবতন্ময়তার সূচনায় চাই এই পার্থিব প্রকৃতির মনের মাঝে শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ এক মনের অঙ্গন গড়ে তোলা। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মনের অঙ্গনটি গড়তে হলে চাই ইন্দ্রয় সংযম-বাক্-সংযম, চিন্তা সংযম আর জীবন বৃত্তির মাঝে গড়ে তোলা শাশ্বত ধ্রুব নিয়ম, নিয়মের মধ্য দিয়ে এক চরিত্র বিন্যাস গড়ে তোলা যায়। সবকিছু উর্দ্ধে গিয়ে মন এখন ভগবানে তার চেতন নিবদ্ধ করতে পারে। এখন এই মন সর্বত্র ভগবানকে উপলব্ধি করবে।

A tree dthat raised its tranquil head to heaven / Luxuriating in verdure, summoning
The breeze with amorous wideness of its bought / He chose and with his seel assailed the arm
Brown, rough and strong hidden in its emerald dress. / ...His arm he flung away the poignant axe.
And he cried to her, 'Savitri, a pang / Cleaves through my head and breast as if the axe

Were piercing it and not the living branch. / Such agony rends me as the tree must feel
When it is sundered and must lose its life. / A while let me lay my head upon the lap
And guard me with thy hands from evil fate : / Perhaps because thou touchest, death may pass.'
(Sri Aurobindo, Savitri, Book-VIII Canto Three, p. 564, The Book of Death.)

উপলব্ধির জগতে এখন ভগবানকে বরণ করে নিতে পারবে মন। ক্রমে শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিশ্বাস-সমর্পণে উপযুক্ত হয়ে উঠবে মন প্রাণ হৃদয়। একান্ত নিবিড় ঘন এই অনুভূতি জীবনের মাঝে ভগবানকে বরণ করে নেবার প্রয়াস থেকে উদ্ভুত। ভগবানকে একান্তভাবে বরণ করবার একটি প্রকাশিত তাৎপর্য হল কর্মে-ধ্যানে-জ্ঞানে ভগবানের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস-ভালবাসা আর ভক্তির আবর্তে থেকে ক্রমে ঐ বিশেষত্ব আর গভীরতায় পৌঁছে যাওয়া যখন জীবন কর্ম-চিন্তা প্রভৃতির সবই গড়ে উঠবে ভগবত্তার স্পন্দন থেকে। প্রাণে-মনে হৃদয়ে ভগবানকে বরণ করতে হলে চাই ভগবৎ চিন্তন আর ভগবৎ মনন। চিন্তন-মননের সব ক্ষেত্র যেন ভগবানের ভাবে জারিত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় সবই হয়ে যায় আপন। এমন মনের ক্ষেত্র এখন নিত্য নিরঞ্জনের ভাব মাধুর্যে হয়ে উঠতে একান্তভাবে নিবদ্ধ। এই নিত্যভাব মাধুর্যই জীবনের উত্তরণ ও মুক্তির পথ করে দেয় উন্মোচন। ভগবানকে স্মরণে মননে বরণ করে সদাই যখন এগিয়ে চলবে জীবন চেতন তারই এখন নিত্য সিদ্ধির প্রবাহে এগিয়ে চলার ছন্দ। এমন করেই জীবনের নানা রং-এর ক্ষেত্র মাধুর্য ক্রমান্বয়ে জীবন মাঝে প্রধান হয়ে ভগবানকে বরণ করবে।

Bur Savitri replied for man to Death; /'When I have loved for ever, I shall know,
Love in me knows the truth all changing mask. / I know that knowledge is a vast embrace:
I know that every being is myself / In every heart is hidden the myriad one.
I know the calm Transcendent bears the world, / The veiled inhabitant, the silent lord.
I feel his secret act, his luminous fire; / I bear the nurmur of the cosmic voice.
(Sri Aurobindo, Savitri, Book-IX, Canto-II, The Book of Eternal Night, p. 564.)

সত্যবান মহাবিশ্বের মাঝে ভগবানের এই বিরাট ব্যাপ্ত উপস্থিতির স্পর্শ তার সাধন পর্বের উপলব্ধিতে পেয়েছেন। সত্যবান প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। নিত্য নিরঞ্জন তিনি অদৃশ্যে যেন বায়ুভূত হয়ে বিরাজমান হয়ে রয়েছেন জগৎ মাঝে। এই বৃক্ষাদি, লতা-গুল্মাদি সবই ভগবানের স্পর্শে হয়ে রয়েছে যেন মশগুল, ভরপুর। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করবার জন্য। শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে—নীরস তরুবর পূরত ভাগে। সত্যবান কখনও প্রাণবন্ত কোনও বৃক্ষের প্রাণ কেড়ে নেয়নি। আজ যখন সাবিত্রী দেখলেন সত্যবানের মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে—গেলেন তার সঙ্গে জঙ্গলে। সাবিত্রী দেখলেন সত্যবান চঞ্চল মতির প্রেরণায় কুঠার হাতে কাটছেন এক প্রাণবন্ত বৃক্ষ। কিছু পরে ঐ বৃক্ষের পতন। সত্যবান বৃক্ষের জীবন কেড়ে নিল এই প্রথমবার — মুহূর্তেই সেও ঢলে পড়ল ধরিত্রীর উপর। সত্যবানের প্রাণ-চেতনকে নিয়ে চলেছে সাবিত্রীও চলেছেন তার সঙ্গে একটির পর একটি যুক্তি ও সত্যকণার বিস্তার চলছে সাবিত্রী ও যম, মৃত্যুর দেবতার মধ্যে। পরিনামে তিনি বুঝলেন সাবিত্রীর ব্যক্ত সত্য পরমচেতন থেকে জাত। যম বাধ্য হলেন সত্যবানের প্রাণ চেতনকে ফিরিয়ে দিতে আর শত শত বৎসরের সত্যময় জীবন যাপন করতে সাবত্রীসহ।

নিত্য বিকাশী ভাবমাত্রায় ঃ আ বাং সুম্নেঃ শংযুঃ ইব। / সংহিষ্টা বিশ্বচেদসা।
সমঃ অস্মে ভূষতং নরঃ। / উতসং ন পিয়্যুষি ইরিষঃ। (ঋ. বে. ১০/১৪৩/৬)

অনন্ত তোমার জ্ঞান ঐশ্বর্য এই সময়ের জন্য। / হয়েছ উদার উন্মুক্ত চেতন যুক্ত জীবন পর্বে।
এখন ঐ জীবন সঞ্চার তরে হবে প্রাণময় মাধুর্য। / দৈবী স্পর্শ করেছে উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তির জগৎ প্রয়োগে।
এখন জীবন মাঝে সনাতনী বিকাশের আহ্বান হয়েছে মূর্ত / এসেছে হয়ে মূর্ত জীবনের পটে তোমারই ভাব অঙ্গীকার।
জগতের সব ভাবমাত্রা এনেছে জীবন বিকাশী প্রত্যয় / হয়েছে মূর্ত নিত্য ভাবদীপ্তির প্রভায় জগৎ জনের উন্মেষে।

একান্ত ভাবদীপ্তিতে ঃ অয়ং হি তে অমর্ত্যঃ ইন্দ্রঃ। / অত্যো ন পত্যতে দম্মী বিশ্বায়ুঃ বেধসে।
অয়ম অস্মানু কাব্য ঋভুঃ বক্রো দাস্যতে।
অয়ম্ বিভুতঃ অধ্বর কৃশান মদম। ঋভুঃ ন কৃত্যং মদম্। (ঋ. বে. ১০/১৪৪/১-২)

এই পর্বের সাধন যোজনা হোক তোমারই প্রেরণা। / এখন নিত্য সাধন প্রয়াসে হবে ভগবৎ বরণ মূর্ত আগ্রহে।
দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছ শক্তি তোমারই ইচ্ছার পূরণে। / এখন নিত্য বিকাশ পর্বের এই একান্ত ভাব প্রবাহের মধ্যে
হয়েছে তোমারই ইচ্ছার মূর্ত প্রত্যয় একান্ত আবেশ করে বরণ।

একান্ত বিকাশ হয়েছে তোমারই ইচ্ছার প্রসাদী শক্তির আবেশে।
এখন এসেছে ক্ষণ দিব্য ভাব প্রবাহ করতে বরণ আগ্রহে।
যেমনে দিয়েছ ঐ দিব্য প্রেরণার শক্তি তেমনি হবে মূর্ত।

দিব্যমাতার আহ্বানে ঃ পূর্ণ সত্যের সৃষ্টি উন্মোচনের ক্ষণ এই গভীর উপলব্ধির বিকাশ পথে হয় উন্মোচিত। উপলব্ধির এই ক্ষণ প্রভায় হয়ে উঠবে জীবন প্রবাহের পথে এক দিব্য জীবনের সংবেদ। এই দিব্য জীবনের স্পর্শ ফুটে উঠবে স্বতঃই সাধারণ জীবন যাপনের জন্য। মনের সাধারণ বৃত্তিতে রয়েছে চাওয়া-পাওয়ার বিশেষ বন্ধন। এই বিশেষ বৃত্তির বন্ধনের সূত্র স্থিত হয়ে রয়েছে জাগতিক মনের গড়নের উপর। এই গড়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে বাসনা-কামনা। অহং-এর আবর্তে বাসনা -কামনার স্ফূর্তি ক্রমে জীবনকে সবদিক থেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে বন্ধনে। বাসনার বন্ধন মোচন করতে যতকিছু সাধন উদ্যোগ রয়েছে সবেরেই পরিণতি আবার হতে পারে নবীন বাসনার উন্মেষ। তৃপ্তি দিয়ে বাসনার মোচন তত্ত্বটি ক্ষণিকের। তৃপ্তির দ্বারা এক প্রকৃতির বাসনার পূরণ ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল। বাসনার বন্ধন থেকে সমাধির আবেশে হয় মুক্তি। সমাধির আবেশের মুক্তির পর্বটি পতঞ্জলি মহারাজের অষ্টাঙ্গ সাধনের পথে। বিশুদ্ধি গড়ে ওঠে মনে নিজ নিজ ভাব নির্ভর প্রয়াসে। যেমন ভাব তেমনি হয়ে উঠবে তার এই প্রয়াস পরিণতি। প্রয়াস পরিণতি জীবের নিজ জীবন পর্বের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে বিরাজ করবে। এরও পরে থেকে যায় অহং-এর কণাগুলি। জীবনের যে সব পথ সাধারণত হারিয়ে যায় বাসনা-কামনাঃ অভিযানে, সেগুলি থেকে সাধককে এখন বেরিয়ে আসতে হবে। ব্রত পালন, কৃচ্ছ্র সাধন, মন্ত্রাদি, জপ-ধ্যান, পূজা-পার্বন-এ সবই ঐ ভগবৎ পথের জন্য অধ্যাত্ম অঙ্গীকার। অধ্যাত্ম-অঙ্গীকারের পর্বগুলি সদা সর্বদাই হয়ে থাকে ভগবৎ অভিমুখি। সব পথগুলিই ভাগবতী চেতন জাগরণের পথ। অথচ ক্রোধ-ঈর্ষা-যশাকাঙ্খী-সত্ত্বগুণের অহঙ্কার যেন সরতে চায় না। সাধকের মন-প্রাণ-হৃদয়ের কন্দরে কোথাও যেন ভরে থাকে অন্য পরিচিতির বাসনা। দ-দ-দ, দয়োধ্বম দত্ত দম্যত। অসুর স্বভাবীকে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যিক যে তার জৈব চেতন এই জড় আবর্তের অহঙ্কার যুক্ত হয়ে তার প্রাণের মাঝে যে দিব্য প্রকাশ তার কাছ থেকে যেন মুহূর্তে সরে যাবে। তাই দম্ভ-অহঙ্কারাদির অধিকার থেকে হতে হবে মুক্ত তাকে। মানবিক বোধে স্থিত চেতন দিতে হবে নিজেকে অঞ্জলি ভগবানের কাছে সত্ত্বগুণান্বিত বা সাধুত্বের জীবন যার তাকে প্রচণ্ড সতর্ক হতে হবে—নিজেরই অজান্তে কখন যে সত্ত্বগুণের অহঙ্কারে বেষ্টিত হয়ে যাবেন বলা কঠিন। তাই এই জীবন মাঝে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও অবস্থান বরণ করে নিয়েও হতে হবে অঙ্গীকৃত। জীবনময় সমর্পণেই ভগবানের উপলব্ধিতে সম্ভব সমাধি। ভগবানকে ভালবেসে, তাঁর কাছে সমর্পণেই হয়ে উঠবে ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

—ঃঃ—

তুমিই প্রভু

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তুমিই নীরের সার রস
তুমিই জলের আস্বাদ।
তুমিই সূর্যের প্রখরতা
তুমিই সূর্যের তাপ।
তুমিই ওঁকার মহামন্ত্র বেদের
তুমিই শব্দ আকাশের
তুমিই ধ্বনি মহাকাশের মহাশূন্যের
তুমিই সক্ষমতা মনুষ্যের।
তুমিই পৃথিবীতে পবিত্র সুগন্ধ
তুমিই প্রাণশক্তি জীবের
তুমিই আয়ু প্রাণীদের।
তুমিই অগ্নিতে তেজ
তুমিই অগ্নিতে দীপ্তি
তুমিই তপস্বীগণের তপঃশক্তি।
তুমিই সেই চিরন্তন বীজ
স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতের।
তুমিই নিত্য অনিত্য বুদ্ধি বিবেকিগণের
তুমিই তেজঃস্বরূপ তেজস্বীগণের।

—ঃঃ—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটা অপ্রকাশিত পত্র

পার্থসারথি বোস

আমার জন্ম ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, জলপাইগুড়ি শহরে। জলপাইগুড়িনিবাসী প্রখ্যাত দেশপ্রেমী সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতা এবং আইনজীবী শ্রীযুক্ত প্রীতিনিধান রায়ের সাথে আমাদের পরিবারের গুরুজনদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাদের বাড়ীর সবাইকে চিনতেন। আমরাও তাঁকে এবং তাঁর বাড়ীর মানুষদের জানতাম। আমাদের দুই বাড়ীর দূরত্ব ছিল ৫-৭ মিনিটের হাঁটা পথের।

যাইহোক, ১৯৬৫ সালে আমার বয়স যখন ১৯ বছর এবং কলেজে পড়ি, তাঁর কাছে আমার যাতায়াত শুরু হয়। তিনি আমার অপেক্ষা কমপক্ষ ৫০- বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমি তাঁকে জ্যাঠামশাই বলে সম্বোধন করতাম। তিনি সে সময় যে রাজনৈতিক মতধারাপন্থী ছিলেন, আমিও সেই ধারায় বিশ্বাসী ছিলাম। এভাবে ১৯৬৬ সাল থেকেই আমার সাথে তাঁর একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁর নির্দেশ মত আমি প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ী যেতাম। তিনি আমাকে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং অন্যান্য মনীষীদের জীবনী ইত্যাদি পড়াতেন, পড়তে বই দিতেন, নানা বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করে আমাকে সংস্কৃতমনা করতে চেষ্টা করতেন। উনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যদিও উনি আমার চাইতে বহুগুণ বড় উচ্চমার্গের মানুষ ছিলেন, তাঁর এই প্রশ্রয় আমাকে জাতীয় ভাবধারার বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করতো। তিনি খুবই মৃদুভাষী এবং নম্র স্বভাবের সংস্কৃতমনা মানুষ ছিলেন; কোনদিনও তাঁকে কারও সাথে কোন অসৌজন্যমূলক কথা বলতে শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তিনি ছিলেন গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজীর গুণগ্রাহী। দেশবন্ধুকেও উনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। পক্ষান্তরে আমি ছিলাম স্বামীজীর আর নেতাজীর একনিষ্ঠ ভক্ত; বিংশ বছর বয়সের একজন বিদ্রোহী যুবক এবং ছাত্র রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর কাছে আমি প্রায়ই নেতাজীর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করতাম। গান্ধীজীর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনদিনও আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করেননি; বরঞ্চ আমার মনে হতো যে তিনি আমার এই প্রতিবাদী মনোভাবের জন্য আমাকে আরও পছন্দ করতে শুরু করেছেন। আমার উপস্থিতি তাঁর মন আনন্দের সঞ্চার করতো। নিগূঢ় ভালবাসার বন্ধনে তিনি আমাকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন, "পার্থ, জীবনে কখনও কারো প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে না।" জ্যাঠামশাইয়ের (শ্রী প্রীতিনিধান রায়ের) সান্নিধ্য ছিল আমার জীবনে একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি, প্রাথমিকভাবে আমার চরিত্র-গঠনের প্রধান অবলম্বন এবং আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। এখানে উল্লেখনীয় যে তাঁর স্ত্রীকে আমি জেঠিমা বলে ডাকতাম এবং তিনিও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

জ্যাঠামশাই (শ্রী প্রীতিনিধান রায়) খুবই অতিথিবৎসল ছিলেন। বাংলার তখনকার বহু গুণীজনকে তিনি চিনতন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ জলপাইগুড়িতে আসলে জ্যাঠামশাইয়ের আতিথ্যই গ্রহণ করতেন। আমি সর্বপ্রথম ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে জ্যাঠামশাইয়র বাড়ীতেই খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। তাঁর অতিথি আপ্যায়ন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাঁর বাড়ীতে কেউ গেলে তিনি অন্তত চা না খাইয়ে ছাড়তেন না। তিনি খুব সুগন্ধি চা (flavoured tea) খেতে পছন্দ করতেন। তাঁর বাড়ীতে প্রতি শুক্রবার আমার যাবার আর একটা আকর্ষণ ছিল এই সুগন্ধি-চা ও বিস্কুট খাওয়া।

সেই সময়, খুব সম্ভব ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কোন একদিন, আমরা নেতাজী-প্রীতিতে সন্তুষ্ট হয়ে নেতাজীর লেখা চিঠিটা (যেটা আমি গতকাল ফেসবুকে পোস্ট করেছি) আমাকে দিয়ে বলেছিলেন যে এই চিঠিটা আমিই যথাযথ মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত করতে পারবো। চিঠিটা পেয়ে আমি যার পর নাই আপ্লুত হয়েছিলাম। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি তাঁর নির্দেশ মতো নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আমি জলপাইগুড়ি ছেড়ে জীবনের উচ্চ আদর্শের সন্ধানে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের সাথে পত্র মারফত আমার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

এখানে একটা খুব জরুরী কথা জানানো প্রয়োজন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার ঠিক আগের দিন, জলপাইগুড়ি ও আশেপাশের সমস্ত এলাকা এক প্রলয়ঙ্কর বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সে বছর বিজয়া দশমীর দিন থেকেই অবিরাম বৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীর জলস্ফীতির ফলস্বরূপ ময়নাগুড়িতে দোমহানি বাঁধ এবং জলপাইগুড়ির করলা নদীর জলোচ্ছ্বাসের কারণে জলপাইগুড়ির

বাঁধ ভেঙ্গে যে প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণে ৫ই অক্টোবর ১৯৬৭ তারিখে জলপাইগুড়ি শহর ও তার আশেপাশের এলাকা ২৪ ঘণ্টা জলে নিমজ্জিত ছিল। বাড়ীর ছাদে আমাদের সবাইকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। মনে আছে যে শহরের কোন ব্রিজই অক্ষত ছিল না। পরদিন জল নেমে যাবার পর আমি সর্বপ্রথম আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে আমার সমস্ত সার্টিফিকেটগুলোর সাথে এই অমূল্য চিঠিটা উদ্ধার করি। লক্ষণীয় যে তখনকার দিনের কালি এবং কাগজ এত উন্নত মানের ছিল যে ২৪ ঘণ্টা জলে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও চিঠিটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। পরে রৌদ্রে সার্টিফিকেটগুলো আর এই চিঠিটা শুকিয়ে নিয়েছিলাম। আমার চরম সৌভাগ্য যে চিঠিটার তেমন সাঘাতিক ক্ষতি হয়নি। এখনও বেশ পাঠযোগ্য রয়েছে।

যাইহোক, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় প্রীতিনিধান বাবু জলপাইগুড়ির বাড়ী বিক্রি করে স্থায়ী ভাবে সস্ত্রীক কলকাতায় তাঁর অবিবাহিতা ছোট কন্যা অধ্যাপিকা দীপালি রায়ের নাকতলার বাড়ীতে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন। তখন থেকে প্রথম দিকে আমি প্রায়ই নাকতলায় তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করি। আমি নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শেষ দিক খুব ঘন ঘন তাঁর বাড়ীতে আমার যাওয়া হতো না। তবে চিঠিতে তাঁর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

১০ মার্চ ১৯৭৮ তারিখে তিনি আমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানান যে তিনি আবার বিবেচনা করে দেখেছেন যে নেতাজীর সেই চিঠিটা আমার কাছেই থাকা সঙ্গত। স্বভাবতই তে আমি খুব উৎফুল্ল হই। এই পোস্টটার সাথে আমি সেই পোস্টকার্ডটার একটা স্ক্যান করা প্রতিলিপি সংযোজন করলাম। আগের বারের মত পাঠকদের সুবিধার্ধে আমি চিঠিটার বয়ানটা নীচে টাইপ করেও দিলাম যাতে পাঠকদের চিঠিটা পড়তে সুবিধা হয়।

শ্রীযুক্ত প্রীতিনিধান রায়ের লেখা পোস্ট কার্ডের প্রতিলিপি

.....

১০/৩/৭৮

১২/১ মহর্ষি দুর্গাপ্রসন্ন রোড

কলিকাতা—৪৭

কল্যাণীয়েষু

পার্থ, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার বৌদিদির অসুস্থতার সংবাদে চিন্তিত হচ্ছি। আমি বিবেচনা করে দেখলাম, নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের লেখা চিঠিটা তোমার কাছে থাকাই সঙ্গত। তুমি চিঠিটাকে যে সম্মান দিয়েছ, শ্রীমান সুগত সে সম্মান নাও দিতে পারে।

গত ডিসেম্বর মাস থেকে আমি রোগশয্যায়। শারীরিক কষ্ট খুব পেয়েছি। ইতিমধ্যে একটা 'অঘটন' অর্থাৎ miracle ঘটে গেল। সেটি তোমার শোনা সঙ্গত।

এখনও সুস্থ হইনি, দুর্বলতা খুব বেশি।

একবার এসো। সকালবেলাতেই এসো। ডাক্তারের নির্দেশে অপরাহ্ণে কথা বলা নিষিদ্ধ। আশীর্বাদ নিয়ো। আঃ

[আশীর্বাদক]

[দস্তখত] প্রীতিনিধান রায়

বিশেষ মন্তব্য

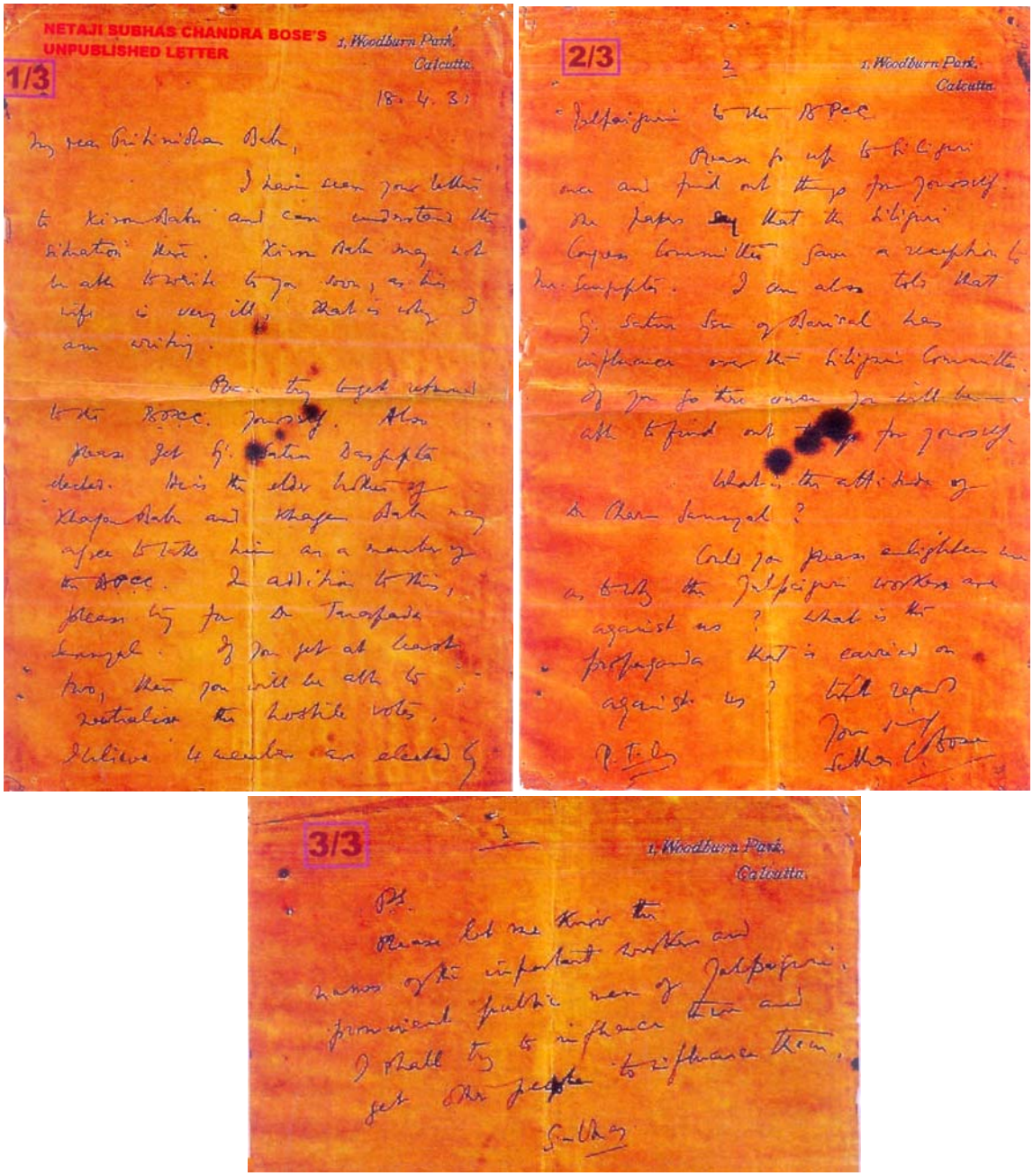
.....

১) এই চিঠিটা লেখার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বহু বছর ধরে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাছাড়া বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর শরীরে অন্যান্য ব্যাধির উপসর্গও দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৮৮ বছর।

২) শ্রদ্ধেয় প্রীতিনিধান রায়কে লেখা নেতাজীর এই অমূল্য চিঠিটা আমি বহু গুণীজনকে দেখিয়ছি যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত বিপ্লবী ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, শ্রীযুক্তা উজ্জ্বলা রক্ষিত-রায়, শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মৈত্র, শ্রী পবিত্রকুমার ঘোষ, শ্রী শৈলেশ দে, ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ উল্লেখনীয়। এছাড়াও বহু নেতাজী অনুরাগী বন্ধুবান্ধবদের এই চিঠিটা আমি দেখিয়েছি এবং ফটোকপি দিয়েছি।

৩) তথাপি নেতাজীর লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা অপ্রকাশিত অবস্থায় আমার কাছে থেকে যাওয়ায় আমার অবচেতন মনে একটু দ্বন্দ্ব ছিল। আমার অবর্তমানে এই চিঠিটা অপ্রকাশিত থেকে যাবে এই চিন্তাটা আমাকে গভীর ভাবে পীড়া দিত। চিঠিটা প্রকাশ করার পর আমার মনটা অনেকটাই হাল্কা হয়ে যাবে। আমি আশাকরি যে চিঠিটা বহু নেতাজী গবেষকের গবেষণার কাজে আসবে।

জয় হিন্দ।


NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S UNPUBLISHED LETTER

1/3

1, Woodburn Park,
Calcutta.
18. 4. 31

My dear Brindaban Babu,

I have seen your letter to Kiran Babu and can understand the situation here. Kiran Babu may ask to write to you, as his wife is very ill. That is why I am writing.

Re: the legal retainer to the B.P.C.C. Jointly. Also please get Sj. Satya Sanyal decided. He is the elder brother of Khagen Babu and Khagen Babu may agree to take him as a member of the B.P.C.C. In addition to this, please try for Dr. Tarapada Banerjee. If you get at least two, then you will be able to neutralise the hostile votes. I believe 4 members can elected Sj.

2/3

2

1, Woodburn Park,
Calcutta.

Jalpaiguri to the B.P.C.C.

Please go up to Jalpaiguri once and find out things for yourself. We hope that the Jalpaiguri Congress Committee sent a report to the Committee. I am also told that Sj. Satya Sen of Baniachang has influence over the Jalpaiguri Committee. If you go there once you will be able to find out things for yourself.

What is the attitude of Dr. Hem Sanyal?

Could you please enlighten me as to why the Jalpaiguri workers are against us? What is the propaganda that is carried on against us?

With regards
Yours sincerely
Subhas Chandra Bose

3/3

3

1, Woodburn Park,
Calcutta.

P.S.

Please let me know the names of the important workers and prominent public men of Jalpaiguri. I shall try to influence them and get the people to influence them.

Subhas

[TRANSCRIPTION]

1, Woodburn Park,
Calcutta.
18.4.31

My dear Pritinidhan Babu,

I have seen your letters to Kiron Babu and can understand the situation there. Kiron Babu may not be able to write to you soon, as his wife is very ill, that is why I am writing.

Please try to get returned to the B.P.C.C. yourself. Also please get Sj. Satin Dasgupta elected. He is the elder brother of Khagen Babu and Khagen Babu may agree to take him as a member of the B.P.C.C. In addition to this, please try for Dr. Tarapada Sanyal. If you get at least two, then you will be able to neutralise the hostile votes. I believe 4 members are elected by Jalpaiguri to the B.P.C.C.

Please go up to Siliguri once and find out things for yourself. The papers say that the Siliguri Congress Committee gave a reception to JM Sengupta. I am also told that Sj. Satin Sen of Barisal has influence over the Siliguri Committee. If you go there once you will be able to find out things for yourself.

What is the attitude of Dr. Charu Sanyal?

Could you please enlighten me as to why the Jalpaiguri workers are against us? What is the propaganda that is carried on against us?

With regards

Yours sincerely

[Signed/-] Subhas C. Bose

P.T.O.
P.S.

Please let me know the names of the important workers and prominent public men of Jalpaiguri.

I shall try to influence them and get other people to influence them.
[Initialled/-] Subhas

REMARKS

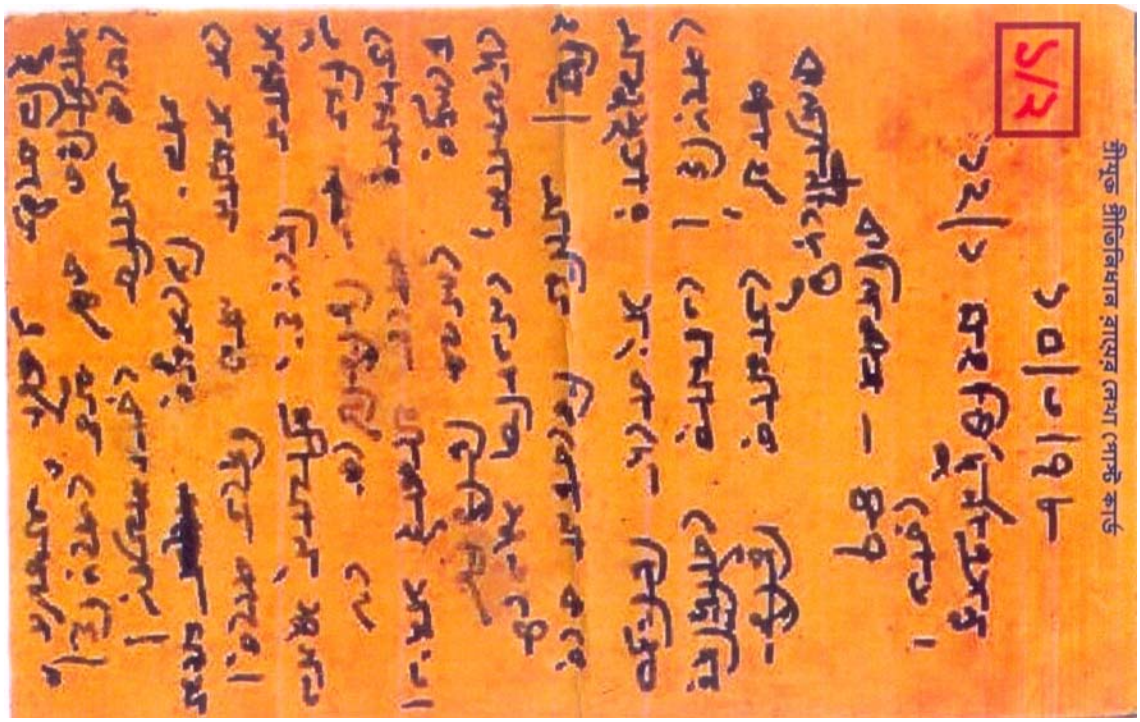
How I came to possess the letter, etc. will be explained in a future post.
মন্তব্য

.....

এই চিঠিটা কীভাবে আমার কাছে এসছিল তা অন্য একটা পোস্টে ব্যাখ্যা করা হবে।

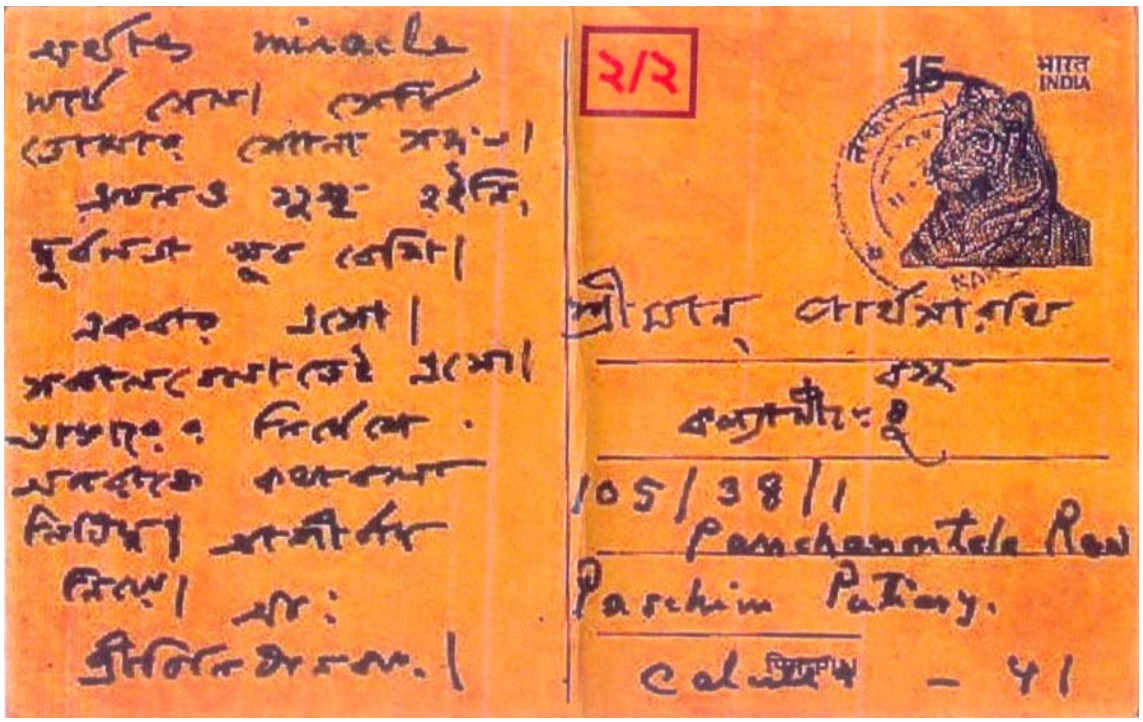
Jai Hind!
জয় হিন্দ!

—ঃঃ—



শ্রীযুক্ত প্রীতিবিষাদ রায়ের লেখা পোস্ট কার্ড

২/১



২/২

15 INDIA

শ্রীযুক্ত পার্থসারথি
বসু
কলকাতা-৪

105/38/1
Panchanantala Road
Paschim Putiary.
Cal-41

Divine Consciousness for Victory, Fulfillment and Permanence

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

May the Field of Life Awaken to Divine Consciousness

You are the Veda; you are discernment; you are knowledge.

Through the Veda, the gods discovered and attained the wealth of the Asuras.

This is the true nature of the Veda. Whatever remains unknown or concealed,

by knowing its name and essence, one comes to possess and enjoy it fully.

(Taittiriya Samhita 1.7.4.13-14)

O Lord, You Yourself have become Knowledge and, as the Supreme Bestower of Wisdom, have bestowed Your generous gifts upon the world.

The seeking soul receives the touch of divine knowledge, enriched by the treasures of God-realization and spiritual awareness.

Thus, in the life of the aspirant, divine grace and divine wisdom unfold and expand ever more widely.

Within life now shines the living flame of hope, awakening the consciousness of the individual soul.

May this awakening destroy all demonic and negative tendencies, while the radiance of divine growth and progress continually manifests upon the canvas of the world.

May the aspirations and longings of life- whether of attainment or non-attainment-be transformed into a higher and meaningful evolution.

Thus may the glorious wealth of divine virtues and spiritual riches descend abundantly upon the field of life.

May this process of growth bring forth the awakening of pure consciousness and infuse life with a constant stream of spiritual vitality.

The Lamp of Aspiration for Attaining the Divine Life

May the knower bestow wealth rich in nourishment, prosperity, and abundance, endowed with strength and countless blessings.

He who understands this attains innumerable riches and gains abundant prosperity.
In his lineage, worthy offspring are born- this indeed is the fruit for one who knows thus.

(Taittiriya Sa?hita 1.7.4.15-16)

The awareness of Brahman has entered the journey of life through a divine experience.

The call of the Brahmic life has invited a sacred transformation of human existence.

Now let everything arise spontaneously within the depths of your own realization and inner feeling.

By embracing You, there awakens within life a new and luminous consciousness.

I have surrendered myself to You for the supreme unfolding of this stream of life and its continual evolution.

May the current of Your grace now descend upon the boat of this spiritual voyage.

May the hidden and the unmanifest be revealed through the constant awakening of life.

At every moment of this unfolding journey, may the Divine Call become living and manifest within life.

In the Universe of Eternal Wisdom

The sacrifice follows that which is steadfast and enduring.

The sacrificer sustains the sacrifice, and the sacrifice in turn nourishes the sacrificer and his progeny.

Through this constant process of replenishment, the sacrifice grows and flourishes;
and through the sacrifice, the sacrificer and his descendants are sustained and enriched.

(Taittiriya Samhita 1.7.5.1)

Within this cosmic manifestation shines the wisdom of the Eternal Tradition.

The divine sacrifice of life is sustained through steadfastness, dedication, and continual renewal.

As the seeker nurtures the sacred offering of life, that very offering nourishes and enriches the seeker in return.

Thus unfolds the eternal cycle of spiritual growth-where dedication deepens realization; realization awakens consciousness, and consciousness leads life toward its divine fulfilment.

Filled with Wisdom

To rise above all forms of knowledge is to realise the Truth of the Supreme Brahman, - Existence, Consciousness and Blessings (Sat-Chit-Ananda), He is the omnipresent and pervasive. He remains hidden within every process of growth and manifestation throughout creation. The world may be understood in many ways. One way is to perceive it as it truly is; another is to interpret it according to one's own opinions and perspectives. The driving force behind the unfolding events of the world is human beings themselves. When viewed from the standpoint of the world, human life reveals its endless calculations of desires and attainments. Human needs, the joy of fulfilment, and the sorrow of unfulfilled aspirations together shape the fabric of worldly existence. Within this existence lies a network of mutual relationships through which life continually expresses itself. Such expressions are woven into the very environment of our daily lives. Through the radiance of inspired thought emerges the journey of life, and within that journey unfolds the constant process of growth and liberation. From this illumination of consciousness arises life's ever-new gift.

Beyond all is the Supreme Brahman, the Infinite One,
hidden within all beings according to their forms.
He alone surrounds and sustains the entire universe.
Knowing that Lord, one attains immortality.

(Shvetashvatara Upanishad 3.7)

The truth that shines throughout the universe is but the radiant manifestation of that Supreme Reality in the world. From this divine splendour emerges every momentary expression of existence. Each fleeting moment seeks to move forward along the path of life, crossing every barrier and advancing toward ever-new revelations of light in the continuous flow of being. This expression of wholeness manifests throughout the world through countless forms of luminous inspiration. When the time comes to know the world through one's own awakened understanding, life itself becomes illuminated with a unique radiance. Human consciousness, which unfolds naturally as a stream of awareness, advances toward the highest stage of life's evolution and reveals itself within the world in its own authentic expression. The Supreme is complete and all-pervading, present everywhere in His own essential nature. Yet His manifestation lies beyond the limits of ordinary human knowledge. He cannot be fully known through intellect alone; He is realized through direct spiritual experience and inner realization.

Prthvih apah tejah anilah kham samutthite,
pancatmake yoga-gune pravrtte;
na tasya rogo na jara na mrtyuh,
praptasya yogagnimayam sariram.

(Svetasvatara Upanisad 2.12)

May there arise an awareness of the spiritual consciousness that shines through the radiance of the five elements and permeates the entire universe. Earth, water, air, fire, and space sustain the whole of creation

established by the Divine. Every element of reality contains God Himself, every atom contains His presence. and molecule of existence . The continual unfolding of these subtle constituents inspires life toward ever-new expressions of growth and manifestation. The five elements-earth, water, fire, air and ether are harmoniously integrated into every aspect of human existence. Every cell and every particle contains these elemental principles. Within each of them are present divine influence, light, energy, and all the forces necessary for growth and evolution. Through this process, development becomes an eternal expression of life. In this way unfolds a new phase of awakening. Through this awakening emerges the revelation of fresh strength and inner power. The illumination born of awakening enriches life with new dimensions of understanding and experience. Such enrichment gives rise to continual growth and dedication, through which the eternal radiance of Truth gradually blossoms forth. This radiance, in its manifested form, embraces all experiences and convictions of the world while guiding life onward along its journey. Amid the five elements, life advances and participates in the vast process of manifestation that pervades the universe. Within this grand unfolding, new visions of life can arise. The brilliance of such thoughts is inherently creative and transformative. When these new insights develop along the path of life, may their expansive influence become a source of triumph and inspiration. Through the discipline of yoga, life is filled with streams of fresh realization. These realizations enable us to embrace life in ever-renewed ways. It is through the harmonious union of the five great elements that the field of life's growth and expansion is established. This dynamic field of development helps us realize that space, air, water, earth, light, and energy are all united in sustaining and nurturing every living being. In every sphere of existence there emerges a vast field of growth, within which are contained all stages of life's awakening. Through direct experience one comes to understand the all-pervading presence of the Divine, whose boundless reality extends throughout the entire universe.

Invocation of Divine Grace for Illumination

A payatam dhruva ghrtena-may the steadfast one be nourished with ghee.

By this nourishment it is strengthened, and being thus sustained, the sacrifice itself is sustained.

The sacrifice supports the sacrificer, and the sacrificer supports the sacrifice through his progeny.

Into the radiant realm of Prajapati, known as Vibhan, I establish thee. Svaha, together with the sacrificer.

Indeed, there is a luminous world of Prajapati called Vibhan; therein one is firmly established with the sacrificer through the sacred offering of Svaha.

(Taittiriya Samhita 1.7.5.2-3)

In the middle of reality's constant upfolding, I have accepted the Supreme Truth and carried it with me on my journey through life.

A divine attraction that drives creation has emerged as a result of the rising of the divine consciousness.

A new current of higher awareness has begun to flow through the hearts of the people, spreading its influence throughout the journey of life.

The moment has arrived, again and again, to extend Your stream of divine thought and inspiration among multitudes.

May the path of life be forever filled with the spirit of sacrifice, dedicated in constant contemplation and wholehearted offering.

Quest for Eternal Truth

That which is offered indeed becomes enriched;

that which is born becomes the share of the sacrificer.

By obtaining that share, he nourishes and fulfills his own self.

Such is the extent of the sacrifice and the sacrificer's participation in it.

When the sacrificer attains his rightful share, the sacrifice itself is established and sustained through the sacrifice.

(Taittiriya Samhita 1.7.5.4-5)

In this life has arisen a force that transcends the attraction of the earthly plane.

Moving forward with unwavering resolve and dynamic momentum, one advances along that divine current of the Bhagavati path.

May that source of inquiry from which all questions first emerged be embraced and welcomed.

Within the vast and generous gifts of the Divine began the unfolding of life's journey.

A new quest has awakened in the mind, finding its expression and fulfillment.

Now the sacred aspiration has taken form within the heart, kindling the lamp of the awakened soul.

The soul's revelation in the presence of the Divine has now arrived at its destined moment.

This is the time for the flowering of life's fullness, embraced in the pure and radiant joy of perfect fulfilment.

The Wealth of the Great Life-Force's Grace

Verily, that is the abode of the gods, that water which is both within and without.

The altar is indeed the foundation of the sacrificer.

When he carries the full vessel within the altar, he establishes it within his own being.

(Taittiriya Sa?hita 1.7.5.6-7)

Within Nature abide countless treasures of life, manifest and unmanifest.

Whatever has come into existence in this world has received the gift of life.

The creepers, plants, and all forms of vegetation have found their moment in the journey of existence and continue to move forward in the stream of life.

The diverse currents of experience and perception have been gathered together and held in a harmonious unity amidst diversity.

All differences have been embraced and integrated into oneness.

From the innermost sanctuary of that Great Life-Force has emerged the power that sustains and permeates the universe.

Upon Your path alone have I sought to advance, unifying life with the very Source of Life.

Now I offer all integrated truths and awakened consciousness into this ever-unfolding process of growth and evolution.

Filled with Ritambhara Prajna

Thou art Truth; may Truth become established in me.

Verily, the sacrifice is water, and water is immortality.

Through the sacrifice one establishes immortality within oneself.

(Taittiriya Samhita 1.7.5.8)

May I be infused with Truth, and may Truth become the foundation of who I am.

The flow of immortality that feeds and sustains

Whenever Your divine aspiration has entered this journey of life's manifestation,

You alone have guided and directed every intimate phase of this vast existence.

Now we invoke the Truth-bearing wisdom, the luminous Ritambhara Prajna, into the world.

The life that has long moved in pursuit of earthly desires and fulfilments shall now find its fulfilment in embodying the Divine Will.

The touch of immortality shall descend into all lives,

Embracing and awakening the Eternal Primordial Reality.

Divine Evolution in Life

Amidst the universe, the Divine Being is continually nurturing the seed of godliness within all forms of

life, shaping the life of the world. There are streams of life in which a pure and luminous expression of existence unfolds. For this reason, within human life, various stages of growth and development continually emerge throughout the journey of existence. True development becomes the pathway to liberation. Liberation means transcending the limitations of all other bonds and, at every stage of life's journey, embracing God and moving forward. In this way, the successive levels of human consciousness become stages of integral growth and fulfilment. It is God Himself who, through the manifold processes of the universe, unfolds an unblemished movement of evolution. By accepting and participating in this divine process, life comes to realize and embrace its unique individuality.

Esa Devah Visvakarma Mahatma
Sada Jananam Hrdaye Sannivistah
Hrda Manisa Manasabhikalptah
Ya Etad Vidur Amrtas Te Bhavanti

(Svetasvatara Upanisad 4.17)

The Lord who is manifest within the heart must be embraced with complete dedication and surrender. He dwells within every living being, in the deepest cave of the heart. His presence in the heart naturally sustains and upholds life itself. It is in this way that the unfolding of divine development awakens and illumines human existence. Living consciousness remains, in every way, occupied and governed by the earthly mind. Yet this governance calls forth within life a unique mode of expression that seeks harmony with the world. This worldly expression, with all its calculations of gain and loss, continues as a vast vibration of feeling within life, enabling one to move beyond the sense of individuality and gradually advance toward the call of an awakened and expansive consciousness. Such illumination of being exerts its attraction not only upon the outer consciousness but also upon the Supreme Consciousness residing in the innermost depths of one's being as the soul. This soul-like Supreme Consciousness becomes an obstacle on the path to the realization of Brahman if it remains veiled and undisclosed. The unveiling of the soul is, in essence, the acceptance of God into one's life. When a living being truly embraces God, an immense potential for growth and transformation unfolds within. The soul itself accelerates the manifestation of its own divine nature. Such a process of self-revelation brings a fresh and vibrant spiritual resonance into life.

Yada tamah tat na diva na ratrih
Na san na casan siva eva kevalah
Tad aksaram tat savitur varenyam
Prajna ca tasmat prasrta purani.

(Svetasvatara Upanisad 4.18)

When darkness is transcended, there is neither day nor night. There is neither being nor non-being; Siva alone exists. That is the Imperishable, that adorable Reality of the Divine Source. From That has arisen the ancient and eternal wisdom. The aspiration of the heart is at times guided by worldly consciousness, and at other times it embraces that ineffable Supreme Truth. Such an acceptance of the Supreme Consciousness becomes possible only when God has become the very purpose of life, and when, overcoming every obstacle, He Himself opens the way for this consciousness to be received in the deepest recesses of one's being. When the mind, life-force, and heart, absorbed in single-minded contemplation, are able to welcome God, the moment of divine grace arrives. In that blessed moment, God awakens a higher consciousness within the individual, from which an immense radiance spreads in all directions. This great unfolding within life is an ever-present possibility. Even while remaining influenced by worldly consciousness, there exists a spontaneous and continuous resolve to embrace God. Naturally and effortlessly, the expansive pathway of this supreme vibration begins to take shape.

This supreme vibration gradually becomes the bearer of the message of Brahman within life. Such a treasure comes to a person only when life enters a phase of continual spiritual growth. This perpetual

development can arise even amidst worldly vibrations if the heart holds a deep and constant longing, ever nourished by the path of divine consciousness. He is the Imperishable Brahman- without attributes, without form, beyond all identity, and transcending time. Yet when the aspiration to receive Him arises against the backdrop of eternal existence, He manifests once again through divine contemplation as the inspiration for a new creation. This new creation occurs when consciousness plunges deeply into the thought of God. Then a divine awakening takes place in the course of life. Life becomes drawn toward the path of God, and the nature of that attraction determines its future destiny. That destiny consists in absorbing the divine sentiment into the heart. But it is not merely a matter of absorbing a feeling. Through this process comes a profound transformation of life itself- a transformation in thought, in action, and in the whole of one's being. The wisdom of the heart is at times overshadowed by worldly consciousness, while at other times it embraces that ineffable Supreme Truth. It becomes possible to embrace the Supreme Consciousness only when God has become the very purpose of life, and when, transcending all obstacles, He Himself opens the way for this consciousness to be received in the deepest regions of one's being. For the mind, life-force, and heart that can accept God with single-minded devotion, the moment of divine grace arrives. In that moment of grace, God awakens a higher consciousness within the individual, from which an immense radiance spreads in all directions. Such moments of profound manifestation in life are ever-present. Even while remaining influenced by worldly consciousness, there continues to exist an inner commitment to embrace God, as though arising spontaneously from within. Naturally and effortlessly, the path for the vast expansion of this supreme vibration begins to unfold. This supreme vibration will gradually become the treasure of the Divine Message within life itself. Such a treasure comes to a person only during a phase of continual spiritual growth. This perpetual growth can arise even amidst worldly vibrations if the heart remains deeply yearning and constantly nourished by the path of divine consciousness.

He is the Imperishable Brahman- without attributes, without form, without identity, beyond time itself. Yet when the aspiration to receive Him begins to take shape, He becomes the inspiration for a new creation within the realm of divine contemplation. This new creation emerges when consciousness plunges deeply into God-centered meditation; then a divine awakening takes place in the journey of life. At that stage, life becomes attracted to the path of God, and the nature of that attraction determines its ultimate destiny. The culmination of this journey is the absorption of divine consciousness into the heart. It is not merely a matter of absorbing a spiritual feeling; through this process comes a profound transformation of life-in thought, in action, and in the very essence of one's being.

Divine Consciousness in Daily Actions

All beings follow one who has embraced the sacred vow.
The divine powers purify and accompany such a one.
Whatever beings come to one who is devoted to the vow, they follow in accordance with that vow.
By that very dedication and consecration, one attains fulfillment.

(Taittiriya Samhita 1.7.5.9)

I have accepted the divine vow in my life, aspiring for the welfare of the world. Within every stream of action and every current of thought, I have embraced the Divine.

Bathed in the current of Your life-force, my being has become filled with wisdom and constant aspiration. Now I have become pervaded by a profound consciousness, a vibrant awareness awakening through life after life.

Just as life once emerged in the world for the awakening of consciousness, so may that awakening grow in strength and radiance, spreading through human consciousness and illuminating the whole world.

May the luminous awareness that was ever awakened in Your consciousness and ever life-giving become woven into the daily actions of life, revealing and unfolding the radiance of Divine Consciousness.

Unfoldment of Divine Wisdom

Vishnu, through the sacred metres, encompassed and pervaded these worlds without diminishing them.
By His strides, He advanced and expanded them.
Vishnu Himself, through the sacred metres,
enables the sacrificer to attain and embrace these worlds without loss or decline.
(Taittiriya Samhita 1.7.5.10)

Life has unfolded through the manifestation of the primordial rhythm of creation.
Just as creation has evolved and expanded, so too has the radiance of the Divine revealed itself.
I have discovered Your true nature, embracing that divine effulgence through inner growth and realization.
Now this wealth of inspiration shall spread widely among many people, unfolding naturally from within.
In this eternal vow of awakening in life, I have found the footprints of that San?tana (Eternal) Form.
I strive always to follow You through this transformative phase of worldly existence.
I have embraced this cosmic vow of Vishnu within my awakened consciousness.
Just as divine wisdom has progressively unfolded from life to life,
so too does this journey of awakening continue.

Awakening of the Supreme

The footprints of Vishnu are spread throughout the universe. He is eternally present and pervades everything. His manifestation is revealed in both the vast and the minute, at all times and in all places. To an individual life within the world, He may seem elusive and beyond reach, yet through His own unfolding, He has expanded to encompass the entire cosmos. Amid the universe, His presence is expressed in a magnificent and boundless form. At the same time, He dwells within the smallest particles, atoms, and subtleties of existence. Through the pulsation of the Divine Mother's consciousness, He has assumed manifest form. Ever-present within this vast creation, every tiny particle and every fleeting moment is a living expression and perception of His divine presence.Some Western thinkers have also perceived this worldly radiance. What Whitehead regarded as a "generated personality" is, in reality, the manifold manifestation of an integral and universal consciousness.

The really real of Whiteheadean metabolysics are actual occasions (as momentary pulses and feelings) reach moment directly draws upon and synthesizer the feelings and data of the past events that in occasions of experiences' that have already completed their moments of creative integration. In this way whiteheade's radical empiricism embraces the vibrational activity of atomic and subatomic entities, the pulsating aliveness of molecules and celular individuals and the momentary occasions of molecules and celular individuals and the momentary occasions that underline the floor of human experience thereby brings the full range of scientific and humanistic concourse under its aegis.

—Christine Hauskeller and Peter S. Hughes (eds.), Philosophy and Psychedelics (London & New York, 2003), p. 39.0 Bloomsberry Academy

When one embraces the Divine in one's life, the longing to become wholly His arises within the soul; this longing becomes the aspiration of the spiritual path. This life-pervading aspiration leads the seeker into ever deeper realms of experience and realization. The Eternal Brahman graciously accepts this aspiration and, through it, invokes the unfolding of the eternal truth within the world, bringing forth the radiance of the Divine. The manifestation of the divine bliss of Sat-Chit-Ananda (Being-Consciousness-Bliss) will gradually expand throughout the universe. The world is now moving toward the revelation of a greater fullness, spreading its luminous presence everywhere. Divine messages, divine vibrations, and divine inspiration will become the fundamental expression of the ocean of existence. Whoever offers a sincere and profound dedication from the depths of the heart will, in due time, be filled with the touch of that divine fullness and grace.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
1st November 2026 **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
Kartick–1433
Vol. 24. No. 7 **Price : Rs. 5/-**

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা নভেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৮ই নভেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২২শে নভেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৯শে নভেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.